NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ দুর্গা-কালীপুজোয় 'নারীশক্তি সম্মান' জানাবে বিজেপি

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির ভ্রুকুটি ৩

কলকাতা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ৫ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ১০৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.09.2026, Vol. 20 Issue No. 104, 8 Pages, Price 3.00

এশিয়াডে প্রথম সোনা ভারতের

সোনালি দীপ্তিতে সাফল্যের স্মৃতি-কথা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান গেমসে ভারতের সোনার অপেক্ষা শেষ হল মহিলা ক্রিকেট দলের হাত ধরে। প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে শ্রীলঙ্কাকে একতরফা ম্যাচে হারিয়ে সোনা জিতলেন হরমনপ্রীত কউরেরা। শুধু জয় নয়, ১৪৭ রানের বিশাল ব্যবধানে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বেরও প্রমাণ দিল ভারত। এর সঙ্গে এশিয়ান গেমসে মহিলা ক্রিকেটে টানা দ্বিতীয়বার সোনার পদক ঘরে তুলল ভারতীয় দল।

প্রথম দুই দিনে চারটি রুপোর পদক এলেও সোনার দেখা পায়নি ভারত। ফলে ক্রিকেটের ফাইনাল ঘিরে প্রত্যাশা ছিল অনেকটাই বেশি। সেই প্রত্যাশার চাপকে একেবারেই পাত্তা দিলেন না ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখে শেষ পর্যন্ত বড় ব্যবধানে জয় তুলে নিলেন তাঁরা।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। ইনিংসের শুরুতেই চমক ছিল। কয়েকটি ম্যাচে ওপেনিংয়ে দেখা না গেলেও ফাইনালে ফের ওপেন করতে নামেন স্মৃতি মান্ধানা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শেফালি ভার্মা। দু'জনের ব্যাটে শুরু থেকেই রানের গতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শ্রীলঙ্কার বোলারদের উপর চাপ তৈরি করে মাত্র ১০ ওভারেই ৯৯ রান তুলে ফেলেন তাঁরা।

অর্ধশতরানের কাছাকাছি পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশের গণ্ডি টপকাতে পারেননি শেফালি। দ্রুত রান তুলতে গিয়ে ৪৮ রানে তাঁর ইনিংস থামে। তবে তাতে ভারতের রানের গতি কমেনি। স্মৃতি নিজের ছন্দে ব্যাট করতে থাকেন। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৪৫ বলে ৭৯ রানের দুরন্ত ইনিংস। বড় রান করার ভিত তখন তৈরি হয়ে গিয়েছে।

শেষ দিকে ভারতীয় ইনিংসে আরও গতি আনেন রিচা ঘোষ। বঙ্গকন্যার ব্যাটে যেন ঝড় ওঠে। মাত্র ২২ বলে ৪৯ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে নির্ধারিত ২০ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ২১৬ রান তোলে ভারত। ফলে শ্রীলঙ্কার সামনে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ২১৭ রান।

সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমেই অবশ্য চাপে পড়ে যায় শ্রীলঙ্কা। অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ২১ বলে ২৯ রানের বেশি এগোতে পারেননি। তাঁর উইকেট পড়ার পর শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংয়ের ভিত নড়ে যায়। ভারতীয় স্পিনাররা বল হাতে আসতেই পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠে। একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে শ্রীলঙ্কা। বড় রান তো দূরের কথা, কোনও ব্যাটারই ভারতীয় বোলারদের সামনে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৬৯ রানেই শেষ হয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস।

আম্বানিদের বৈঠকে নয়া বিনিয়োগের আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গণেশ উৎসবের আবহে শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির মুম্বইয়ের বাসভবন 'অ্যান্টিলিয়া'য় গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে বিনিয়োগের আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আম্বানি পরিবারের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যে শিল্প সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান এবং নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গ দূরদর্শী বিনিয়োগকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।'

সোমবার অনন্ত আম্বানির গণেশপুজোর আমন্ত্রণে মুম্বই যান শুভেন্দু। সেখানে মুকেশ আম্বানি ও নীতা আম্বানির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। গণেশের পুজোয় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি আম্বানি পরিবারকে কালীঘাটের মা কালীর একটি পবিত্র স্মারক

উপহার দেন মুখ্যমন্ত্রী। সমাজমাধ্যমে শুভেন্দু লেখেন, দেশের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য গণেশের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি। একই সঙ্গে মা কালীর আশীর্বাদ আম্বানি পরিবারের উপর বর্ষিত হোক, সেই কামনাও করেন।

তবে এই সফরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বাড়িয়েছে শিল্প নিয়ে দুই পক্ষের আলোচনা। সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প সম্প্রসারণ এবং কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে। যুবসমাজের ক্ষমতায়ন এবং রাজ্যের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে সহায়ক হতে পারে, এমন বিনিয়োগকে স্বাগত জানাতে রাজ্য প্রস্তুত বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

গত দেড় দশকে পশ্চিমবঙ্গে বড় শিল্পে বিনিয়োগের গতি কার্যত থমকে ছিল বলে বিরোধীদের অভিযোগ। সরকার পরিবর্তনের পর নতুন প্রশাসন শিল্পবান্ধব ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সাম্প্রতিক সময়ে শিল্প পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ আহ্বান এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে দেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ও শিল্প মহলের একাংশ।

এক বছরেই উত্তরবঙ্গ হবে বিশ্ব পর্যটন গন্তব্য

সোমা মুখোপাধ্যায়

মঙ্গলবার গণ্ডার দিবসের দিন আলিপুরদুয়ার জেলায় জলদাপাড়া ও গরুমারা অভয়রণ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এক বছরের মধ্যে আলিপুরদুয়ার, তরাই ও ডুয়ার্সকে 'ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন' হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিশ্ব গণ্ডার দিবসের অনুষ্ঠানে জলদাপাড়া ও গোরুমারা অভয়ারণ্যে গিয়ে পর্যটনের পাশাপাশি চা-বাগান, শ্রমিক ও স্থানীয় মানুষের উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আলিপুরদুয়ার, তরাই-ডুয়ার্সকে এক বছরের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন বানাব। আপনারা ভরসা রাখতে পারেন।' এরপর আবার অক্টোবরের ২ তারিখে জঙ্গলে আসার প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার সকালে কোচবিহারে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কোচবিহার থেকেই উত্তরবঙ্গ সফর শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। কোচবিহারে এসে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেন তিনি। মঙ্গলবার চা বাগান খোলা নিয়েও বড় বার্তা দেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী।

সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখে কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর সঙ্গে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী যেখানে কোচবিহার নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রথম যে টেন্ডার বেরিয়েছে তাতে অধিক সংখ্যক কোচবিহারের উন্নয়নের উল্লেখ আছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকদের সুবিধার্থে সব রকম ব্যবস্থা করা হবে এখানে আশ্বাস দেন তিনি। আগামী দিনে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে কোচবিহারে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার বিশ্ব গণ্ডার দিবসের অনুষ্ঠানে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়েও বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। চোরাশিকার রুখতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। বন্যপ্রাণীদের খাদ্য ও স্বাস্থ্য-সহ প্রয়োজনীয় বিষয়েও নজর দেওয়ার কথা বলেন। এ দিন চোরাশিকারিদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত গণ্ডারের খড়্গ-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দেহাংশ নিয়ম মেনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়। প্রশাসনের হিসাবে, ধ্বংস করা সামগ্রীর মোট ওজন প্রায় ১৪২ কেজি।

আগামী ২ অক্টোবর বক্সায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়ার কর্মসূচিতেও আসার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সফরের শুরুতে কোচবিহারে এসেই সেখানকার মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

চা শ্রমিকদের ৩৩০ কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: জলপাইগুড়ির মূর্তিতে মঙ্গলবার সেতু উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই মঞ্চ থেকেই উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ের জন্য একগুচ্ছ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুর্গাপুজোর আগে চা-শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় অনুমোদন পাওয়া ৩৩০ কোটি টাকার প্রকল্পের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, বন্ধ হয়ে থাকা বাগান ফের চালু করবে রাজ্য সরকার। সঙ্গে শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার বিষয় নিয়েও রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেবে। উত্তরবঙ্গের চা-অর্থনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ বাগান, কর্মসংস্থান ও শ্রমিকদের আয় নিয়ে যে অচলবস্থা বিদ্যমান, তার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। নারী সুরক্ষার উপর জোর দেওয়ার কথা আবার শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গলায়। শুধু তা-ই নয়, পকসো মামলায় তাঁর সরকার যে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে বিশ্বাসী, তা-ও বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। পুলিশকে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ছোট বাচ্চা হোক বা বোন-দিদি-মহিলা, কেউ যদি তাঁদের দিকে আঙুল তোলেন, তবে সেই আঙুল ভেঙে দিতে হবে। এই সব ক্ষেত্রে পুলিশ যা করার করবে। মঙ্গলবার মূর্তি নদীর উপর নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি জানান, চা-বাগানের শ্রমিক, এমনকি বন্ধ বাগানের কর্মীদেরও সুবিধা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ৩৩০ কোটি টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র ব্যাখ্যা তলব সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-কে কেন্দ্র করে দেশের রাজধানী দিল্লিতে তৈরি হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আলোড়ন। খোদ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা-সহ একাধিক প্রথম সারির হেভিওয়েট ব্যক্তিত্বের নামে নোটিস পৌঁছতেই বিতর্ক চরম আকার নেয়। এই আবহে মঙ্গলবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতে চরম প্রশ্নের মুখে পড়তে হল জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বা তথ্যগত অসংগতির অজুহাতে যেভাবে লাখ লাখ আমজনতাকে নোটিস পাঠানো হচ্ছে, সেই ব্যবস্থার উৎস ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করল সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে গোটা প্রক্রিয়ার ওপর একটি বিস্তারিত স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

সূত্রে খবর, অঞ্জলি ভরদ্বাজ এবং অমৃতা জোহরি নামক দুই বিশিষ্ট সমাজকর্মীর দায়ের করা জনস্বার্থ আবেদনের ভিত্তিতে মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে শুনানি শুরু হয়। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার ত্রিবেঞ্চের সামনে মামলাকারীদের পক্ষে সওয়াল শুরু করেন প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ ও কপিল সিবল।

শুনানি চলাকালীন ডিভিশন বেঞ্চ কমিশনের কাজের শৈলী নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, কোনওপ্রকার বাস্তব চিন্তাভাবনা বা যাচাই ছাড়াই স্রেফ যান্ত্রিক উপায়ে গণহারে ভোটারদের নোটিস ধরানো হচ্ছে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী সরাসরি মন্তব্য করেন, 'একদম যান্ত্রিক উপায়ে সমস্ত নোটিস পাঠানো হচ্ছে। পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি দেখে স্পষ্ট মনে হচ্ছে, এগুলি কোনও যন্ত্র বা সফটওয়্যার দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি নোটিস।' একই সুর মিলিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত কমিশনকে উদ্দেশ করে বলেন, 'ভোটারদের যে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র তালিকায় ফেলা হচ্ছে, সেই বিষয়টি আপনাদের আদালত ও সাধারণ মানুষের কাছে আরও স্পষ্ট ও সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা উচিত।'

আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ আদালতে প্রশ্ন তোলেন, যেসব ভোটার ইতিপূর্বে গণনা সংক্রান্ত ফর্ম জমা দিয়েছেন এবং বয়স ও বাসস্থানের উপযুক্ত সরকারি প্রমাণ পেশ করেছেন, তাঁদেরও আবার নতুন করে ডেকে পাঠিয়ে কেন হেনস্থা করা হচ্ছে? জবাবে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, বিপুল পরিযায়ী জনসংখ্যার কারণে দিল্লির ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক গঠন কিছুটা জটিল হতে পারে।

অন্যদিকে, আইনজীবী কপিল সিবল প্রশ্ন তোলেন, বুথ লেভেল অফিসাররা কি আদৌ দিল্লির আবাসন ও বহুতল ভবনগুলির ঘরে ঘরে পৌঁছচ্ছেন? এই প্রসঙ্গে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী সামান্য হালকা চালে মন্তব্য করেন, 'পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় দিল্লির এই কাজ সামলানো অনেক সহজ, কারণ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের পদক্ষেপ করা আরও অনেক কঠিন ছিল।'

জাতীয় মঞ্চে সেরা 'আর্টিকেল ৩৭০'

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার গুজরাতের একতা নগর, কেভাডিয়ায় বসে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ৭২তম আসর। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথম দিল্লির বাইরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের অনুষ্ঠান হচ্ছে।

৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা ফিচার ছবির সম্মান পেয়েছে 'আর্টিকেল ৩৭০'। সেরা অভিনেতার পুরস্কার ভাগ করে নিয়েছেন কার্তিক আরিয়ান ও মাম্মুট্টি। 'চন্দু চ্যাম্পিয়ন'-এর জন্য কার্তিক এবং 'ব্রমায়ুগম'-এর জন্য মাম্মুট্টিকে যৌথ ভাবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। 'আর্টিকেল ৩৭০'-এর জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন ইয়ামি গৌতম। সেরা পরিচালকের সম্মান গিয়েছে 'আমরণ'-এর পরিচালক রাজকুমার পেরিয়াসামির হাতে।

এই বছরের পুরস্কারের জন্য ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পাওয়া ছবিগুলিকে বিবেচনা করা হয়েছে। ফিচার ছবির জুরির চেয়ারম্যান ছিলেন মালয়ালম ছবির পরিচালক জয়রাজ।

বাংলা ছবির জন্যও এসেছে স্বীকৃতি। সেরা বাংলা ছবির পুরস্কার পেয়েছে 'চালচিত্র এখন'। আঞ্চলিক ছবির বিভাগে অসমিয়া ভাষায় 'জুইফুল', হিন্দিতে 'শ্রীকান্ত', কন্নড়ে 'মিথ্যা', মালয়ালমে 'ফেমিনিচি ফাতিমা', মারাঠিতে 'মুক্কাম পোস্ট বম্বিলওয়াড়ি', ওড়িয়ায় 'লাহারি', তামিলে 'রায়ান', গাড়োয়ালিতে 'ধোলি', তেলুগুতে 'কমিটি কুরোল্লু', গুজরাতিতে 'মারান', মণিপুরিতে 'সুনীতা', কোঙ্কণিতে 'মোগ আসুম' এবং তুলু ভাষায় 'ইম্বু' সেরা হয়েছে।

পরিচালক হিসেবে সেরা আত্মপ্রকাশের পুরস্কার পেয়েছেন রণদীপ হুডা, 'স্বাতন্ত্রবীর সাভারকর'-এর জন্য। 'ব্রহ্মযুগম'-এর জন্য সেরা চিত্রগ্রহণের পুরস্কার পেয়েছেন শেহনাদ জালাল। 'পুষ্পা ২'-এর জন্য মৌলিক চিত্রনাট্যের পুরস্কার পেয়েছেন সুকুমার। একই ছবির পোশাক পরিকল্পনার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন দীপালি নূর ও শীতল শর্মা। ফিচার ছবির বিভাগে 'ভকশক'-এর জন্য সেরা সহ-অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন সঞ্জয় মিশ্র। সেরা সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার যৌথ ভাবে পেয়েছেন 'মিথ্যা'-র রোপাশ্রী ভার্কাডি এবং 'মহারাজা'-র সচানা নামিদাস।

রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে জোর করে চাঁদা নেওয়া যাবে না: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সমস্ত পুজো কমিটিকে সরকারি গাইড লাইন এবং নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে। আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে মঙ্গলবার শ্যামনগর রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বৈঠকে এমনটাই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর কড়া বার্তা, রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে জোর করে চাঁদা নেওয়া যাবে না। এদিন মন্ত্রী আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পুজোয় ডিজে বাজানো যাবে না। সেই নির্দেশ সমস্ত পুজো কমিটিকে মেনে চলতে হবে। মন্ত্রীর কথায়, সরকারের নির্দেশ রয়েছে অষ্টমীর দিন সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু পিছনের দরজা দিয়ে যাতে দোকান খোলা না থাকে, সেটা প্রশাসনকে নজর রাখতে হবে। মন্ত্রী জানান, জগদ্দল থানা এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিমা বিসর্জন হয় শ্যামনগর নানা বাবা গঙ্গার ঘাটে। বিসর্জনের দিন বিকেল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত ওই ঘাটে বিসর্জন প্রক্রিয়া চলে। তাই ওই ঘাটে প্রশাসনকে বাড়তি নজর দিতে হবে। উক্ত সমন্বয় বৈঠকে হাজির ছিলেন জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ অসীম খান, এসিপি জগদ্দল রাজশ্রী শঙ্কর বণিক, জগদ্দল থানার আইসি কল্লোল কুমার ঘোষ, দমকল ও বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা।

অনলাইন 'সাট্টা মটকা'র মরণফাঁদে সর্বস্বান্ত মানুষ, দায়ের এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'জোড়ি' মিললেই বিপুল অর্থপ্রাপ্তির টোপ কিংবা 'তিন নম্বরের' খেল দেখালেই ভাগ্য বদলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি! সোশ্যাল মিডিয়ার চোখধাঁধানো বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছেন কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার মানুষ। উপার্জিত কষ্টের টাকা পরিবারের মুখে অন্ন জোগাতে ব্যবহার না করে, স্রেফ ভাগ্য ফেরানোর নেশায় অনলাইন 'সাট্টা মটকা'য় ঢালছেন সাধারণ মানুষ। পরিণামে কয়েক লাখ টাকা খুইয়ে কাঙাল হচ্ছেন বহু পরিবার। এবার এই বড় মাপের সাইবার জালিয়াতির রাশ টানতে কোমর বেঁধে ময়দানে নামল লালবাজার। পুলিশ সূত্রে খবর, লালবাজারের সাইবার থানায় এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই প্রতারণা, জালিয়াতি, আইটি আইন ও 'প্রমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং' (প্রোগ) আইনে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে জোরকদম তদন্ত শুরু করেছেন গোয়েন্দারা।

একদা মাটির কলসিতে নম্বর লেখা কাগজ ফেলে লটারি খেলা হতো, সেখান থেকেই শব্দটির উৎপত্তি 'মটকা'। কাগজের মটকা খেলার ওপর পুলিশ আগেই কড়া নজরদারি শুরু করেছিল। কলকাতার দক্ষিণ শহরতলি, পূর্ব কলকাতা ও রেললাইনের ধারের নির্জন ঠেকগুলিতে কয়েক মাস ধরে অভিযান চালিয়ে পুরানো সাট্টার আখড়াগুলি গুঁড়িয়ে দেয় পুলিশ। কিন্তু পুলিশি তৎপরতার মুখে এবার কৌশল বদলেছে জুয়াড়ির দল। অফলাইন ঠেক বন্ধ হতেই বাজার ছেয়ে গিয়েছে ভুয়ো 'অনলাইন সাট্টা মটকা' অ্যাপে।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, এই জালিয়াতি চক্রের পেছনে কাজ করছে একটি সুসংগঠিত সাইবার গ্যাং। মূলত হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব ও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে হাতিয়ার করে তারা সাধারণ মানুষের মেসেজে পাঠাচ্ছে বিশেষ অ্যাপের লিংক। দাবি করা হচ্ছে, সেই অ্যাপ ফোনে ইনস্টল করলেই সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেলা যায় সাট্টা মটকা। এমনকী প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে যে, এতে লগ্নি করলে কিছু না কিছু পুরস্কার নিশ্চিত। ভুয়ো প্রচারে বলা হচ্ছে, দেশজুড়ে প্রতিদিন নাকি প্রায় এক কোটি মানুষ এতে টাকা ঢালছেন। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক জানান, চক্রটি অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে খেলছে।

হাসপাতাল থেকে নবজাতক চুরির চেষ্টার অভিযোগে ধৃত দুই মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নবজাতক শিশুর মা ক্ষণিকের জন্য শৌচালয়ে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে প্রসূতি বিভাগে ঢুকে নবজাতককে ওড়না দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল দুই মহিলার বিরুদ্ধে। কিন্তু হাসপাতালের কিচেন স্টাফের তৎপরতায় শিশু চুরির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মঙ্গলবার বেলায় চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে। টিটাগড় থানার পুলিশ পৌঁছে হাসিনা বিবি এবং সাবনাম পারভীন নামে দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে।

হাসপাতালের কিচেন স্টাফ দেবযানী পান্ডে জানান, টিফিন দেওয়ার জন্য ওয়ার্ডে ঢুকে দেখি শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে আছেন এক মহিলা। শিশুর মা কিছুক্ষণের জন্য শৌচালয়ে গিয়েছিলেন। টিফিন দিয়ে ফেরার সময় তিনি দেখেন শিশুর মুখ ওড়না দিয়ে ঢেকে রেখেছেন ওই মহিলা। এমনকি শিশুটিকে ওড়না দিয়ে জড়ানোর ধরন দেখে তাঁর সন্দেহ জাগে। জিজ্ঞেস করলে ওই মহিলা বলে ওটা তাঁর বোনের মেয়ে।

কিচেন স্টাফ আরও জানান, ওই মহিলাকে চ্যালেঞ্জ করতেই কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। টিটাগড় থানার পুলিশ এসে সাবনাম পারভিন নামে ওই মহিলাকে পাকড়াও করে। পাশাপাশি নিচে দাঁড়িয়ে থাকা হাসিনা বিবিকেও পুলিশ আটক করেছে। জানা গিয়েছে, ধৃতরা খড়দার রুইয়ার বাসিন্দা।

শিল্পায়নে গতি বাড়াতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে শিল্পায়নের গতি আরও বাড়াতে একযোগে ৩২টি শিল্প সংস্থার হাতে জমি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বুধবার কলকাতার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে শিল্প সংস্থাগুলির হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে জমির বরাদ্দপত্র তুলে দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের দাবি, এই সিদ্ধান্তের ফলে বজবজ শিল্পতালুক-সহ একাধিক শিল্পাঞ্চলে নতুন শিল্প স্থাপনের পথ প্রশস্ত হবে এবং কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

জমি বরাদ্দের পাশাপাশি রাজ্যের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আগামী ১৪ অক্টোবর, দুর্গাপুজোর আগে হলদিয়ায় প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের ফেনল ও অ্যাসিটোন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হবে।

সরকারের দাবি, এই প্রকল্পটি চালু হলে এটি দেশের বৃহত্তম ফেনল উৎপাদন কেন্দ্রগুলির অন্যতম হবে। একই সঙ্গে ওলেফিন কনভার্সন প্রযুক্তিভিত্তিক ভারতের প্রথম 'অন-পারপাস প্রোপিলিন' প্ল্যান্ট হিসেবেও এটি আত্মপ্রকাশ করবে। শিল্প মহলের মতে, এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে হলদিয়ায় ডাউনস্ট্রিম রাসায়নিক শিল্পে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ;দুই ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিল্পোন্নয়নকে রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, রফতানির সুযোগ সম্প্রসারণ এবং কর্মসংস্থান তৈরির উপরই সরকারের বিশেষ জোর রয়েছে। ৩২টি শিল্প সংস্থার হাতে জমি হস্তান্তর এবং হলদিয়ার বৃহৎ পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্পের উদ্বোধন;এই দুই পদক্ষেপ সেই শিল্পনীতিকেই আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে রাজ্য সরকারের দাবি।

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার শোভরানি মেমোরিয়াল কলেজে ১৯-২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী 'স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, সাসটেইনেবল এনার্জি অ্যান্ড কম্পিউটেশনাল ইন্টেলিজেন্স' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি, বিজ্ঞান, উদ্ভাবন এবং টেকসই উন্নয়নকে মহানগর কেন্দ্রগুলোর বাইরে নিয়ে গিয়ে তৃণমূল স্তরের শিক্ষার্থীদের আরও কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

প্রবীণদের সম্পত্তি করছাড়ে ছাড়পত্র সেপ্টেম্বর থেকে শুরু পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটের পর থেকে আটকে থাকা প্রবীণ করদাতাদের সম্পত্তি করের বিশেষ ছাড় সংক্রান্ত ফাইল অবশেষে ছাড়পত্র পেল। ফলে চলতি অর্থবর্ষের শুরু থেকেই এই সুবিধা মেলা নিয়ে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল, তার মেঘ কাটল। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই প্রবীণ ও অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের সম্পত্তি করে ছাড় দেওয়ার প্রক্রিয়া পুনরায় পুরোদমে চালু করেছে কলকাতা পুরসভা।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পর আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়ে যাওয়ায় পুর প্রশাসনের তরফে এই সংক্রান্ত নতুন কোনও ফাইল পাস করানো সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে মার্চ মাসের শেষ থেকে মে মাসের মধ্যে জমা পড়া তিন শতাধিক ছাড়ের আবেদন লালফিতে বন্দি হয়ে পড়েছিল। এই ছাড় প্রদান নিয়ে পুরসভার কর মূল্যায়ন ও রাজস্ব আদায় বিভাগের আধিকারিকদের মধ্যে বেশ মতভেদ তৈরিও হয়। রাজস্ব বিভাগের একাংশের যুক্তি ছিল, পুর আইনের নির্দিষ্ট ধারা মেনেই প্রতি বছর এই নিয়মমাফিক ছাড় দেওয়া হয়, তাই এটি কোনও নতুন রাজনৈতিক ঘোষণা বা নির্বাচনী সুবিধা নয়। কিন্তু অপর পক্ষের মতে, ভোট চলাকালীন যে কোনও প্রকার আর্থিক বা প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন। এর মধ্যেই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর পুরসভার নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে দেওয়া হয় এবং প্রশাসকের দায়িত্ব নেন স্মিতা পান্ডে। ফলে সিদ্ধান্ত ঝুলে যায়। সম্প্রতি কর বিভাগের আধিকারিকরা পুর প্রশাসক স্মিতা পান্ডের সঙ্গে বৈঠক করেন। যাবতীয় আইনি ও প্রশাসনিক দিক খতিয়ে দেখে তিনি সম্মতি জানানোর পরেই সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে থমকে থাকা আবেদনগুলি খতিয়ে দেখে ছাড় দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুরসভা।

লোকশিল্পকে আজও টিকিয়ে রেখেছেন বাপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অভাব অনটন এঁদের নিত্যসঙ্গী। তবুও ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পকে আজও টিকিয়ে রেখেছেন হুগলির তারকেশ্বর জয়কৃষ্ণ বাজারের বাসিন্দা ৫০ বছরের বাপি ঘোষ। আর্থিক প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে বাপির মতোই লোকশিল্পীরা গ্রামীণ বাংলার এই প্রাচীন শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

মঙ্গলবার বেলায় বহুরূপী শিল্পী বাপির দেখা মিলল গারুলিয়া পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর রত্নেশ্বর ঘাট রোডে। ভোলেবাবা সেজে ঘুরে ঘুরে দু'পয়সা উপার্জন করছেন এই শিল্পী। কখনও গণেশ, কালী কিংবা কৃষ্ণ, রাম, হনুমান অথবা দুর্গা, রাক্ষসের রূপ ধারণ করে পথ চলতি মানুষজনকে মনোরঞ্জন দিয়ে বছরের পর বছর জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন বহুরূপী শিল্পী বাপি ঘোষ। অত্যন্ত দারিদ্য ও কষ্টের মধ্য দিয়ে বাপি ঘোষের মতো শিল্পীরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বিলুপ্তপ্রায় লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

একান্ত সাক্ষাৎকারে বহুরূপী শিল্পী বাপি ঘোষ জানান, তারকেশ্বর জয় কৃষ্ণ বাজারে একটি আলুর আড়তে তিনি কাজ করেন। যেদিন আড়তে তাঁর কাজ থাকে না। সেদিন সকালে একা একাই সাজগোজ করে তিনি বেরিয়ে পড়েন। কোনও ৩০০ কিংবা ৪০০ টাকা উপার্জন হয়। আবার কোনও দিন ১০০ কিংবা ২০০ টাকা রোজগার হয়। বাপির দাবি, যতদিন বাঁচবেন ততদিনই পূর্বপুরুষের এই শিল্পকে তিনি আঁকড়ে ধরে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Govind Ram Tak, S/o Late Budh Mal Tak Residing at 8, Becharam Chowdhury lane, Howrah-711101, do hereby declare that I have changed my name from Govind Ram Tak to Govind Tak and henceforth I shall be known as Govind Tak in all purpose vide affidavit no. 31920 sworn before the 1st class Judicial magistrate at sealdah court on 15.09.2026, that Govind Tak and Govind Ram Tak both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I Shajahan Daroga, S/o. Hakdar Ali Daroga, residing at Para Uttar Doba Park, P.S. Domkal, Dist. Murshidabad, Pin - 742406, vide an Affidavit No. 82192 in the court of Ld. Judicial Magistrate (1st class) at Alipore, dated - 17.09.2026 that SHAJAHAN DAROGA and SHAJAHAN both are same and one identical person.

নাম সংশোধন

আমি, অমোদ কুমার ঝা (Amod Kumar Jha), পিতা রাঘবেন্দ্র মোহন ঝা, ঠিকানা - ৩০, বি. এন. রায় সরণি বাই লেন, পেয়ারাবাগান, তেঁতুলতলা, কোনা, হাওড়া-৭১১১১৪, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার ১০ম শ্রেণির ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুলবশত ''Aamod Kumar Jha'' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি ঘোষণা করছি যে ''Aamod Kumar Jha'' এবং ''Amod Kumar Jha'' একই ব্যক্তি অর্থাৎ আমি নিজেই। আমার সঠিক নাম ''Amod Kumar Jha'' অতএব, ভবিষ্যতে সকল প্রকার সরকারি ও বেসরকারি নথি এবং যাবতীয় কাজে আমার নাম ''Aamod Kumar Jha'' নামেই পরিচিত ও ব্যবহৃত হব।

নাম -পদবী

আমি নারায়ন সর্দার, পিতা- রাসু সর্দার, সাং হাজারীপোতা, পোঃ জালালখালি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২, পঃবঃ, আমার পিতার নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ১১৫ নং জালালখালি মৌজায় ১২১১নং খতিয়ানের জমির রেকর্ডে তাহার নাম রামু সর্দার, পিতা অর্জুন হইয়াছে। ১৭.০৯.২০২৬ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ১৬৮৪৯নং এফিডেভিটবলে আমার পিতা রাসু সর্দার, তস্য পিতা- অর্জুন ও রামু সর্দার, তস্য পিতা- অর্জুন একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 07/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21300 নং এফিডেভিড বলে আমি Rabiul Haque S/o. Sekh Yusuf Mondal ও Rabiul Haque S/o. Y Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 16/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 22239 নং এফিডেভিড বলে আমি Pradip Kumar Karak S/o. Harisadhan Karak ও Pradip Karak S/o. H S Karak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 22082 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Fariduddin Mondal (old name), S/o. Sk. Habibar Rahaman Mondal, R/o. Aamilya, Gangarampur, Mandra, Dhaniakhali, Hooghly-712301, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sekh Fariduddin Mondal নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Fariduddin Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Fariduddin Mondal & Sekh Fariduddin Mondal S/o. Sk. Habibar Rahaman Mondal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Freya Mondal.

গত 22/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 22083 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sk Najim Molla, S/o. Sk. Rahim Molla, R/o. Amilya, Gangarampur, Mandra, Dhaniakhali, Hooghly-712301, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে (Being No. XXXX XXXX 6951) আমার সঠিক নাম Sk Najim Molla-এর পরিবর্তে Sk. Nijam Molla লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sk Najim Molla ও Sk. Nijam Molla S/o. Sk. Rahim Molla, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী নিলা জোয়াদ্দার, স্বামী- অরুপ জোয়ার্দার, সাং আশ্রমপাড়া উত্তর সুরভিস্থান, পোঃ বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা নদীয়া গত ইং ১৬.০৪.২০২৬ তারিখের কৃষ্ণনগর DSR অফিসের I-3668/26 নং বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার হাল তাহেরপুর থানার ৪৩নং পাটুলী মৌজায় L.R ২৩০ ও ২০৯ নং খতিয়ানে এবং R.S. ও L.R ৪৬২/৮৬০ নং দাগে মোট ৪.১২৭ শতক সম্পত্তি প্রদীপ ব্যানার্জ্জী, পিতা- পরিমল ব্যানার্জ্জীর নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত প্রদীপ ব্যানার্জ্জী ঐ সম্পত্তি গত ইং ১৩.০৫.২০২২ তারিখে Kolkata A.R.A.-I অফিসের I-04223/2022 নং আমমোক্তারনামা বলে রমেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী, পিতা- ধীরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী দিগরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত করিতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী B.L.&.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
ত্রিদিব প্রামাণিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী চুঁচুড়া
এ্যাক্ট-৩৯ কেস নং- ৪৩/২৪
দরখাস্তকারী:- নীভা মালিক (হালদার)

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **নীভা মালিক (হালদার)**, পিতা মৃত- নব কুমার হালদার, স্বামী- বুদ্ধদেব মালিক, সাং-হাজীপুর, পোঃ দেবীপুর, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, তাঁর ভ্রাতা **মৃত্যুঞ্জয় হালদার** পিতা মৃত- নবকুমার হালদার তাঁর নিজ বাসস্থান হাজীপুরে গত ইংরাজীর ২৩।১০।২০২১ তারিখে মারাযান। তার ত্যক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাংক চুঁচুড়া শাখায় রাখা **২,৫১,৮৮৩ টাকা (দুই লক্ষ একান্ন হাজার আটশত তিরাশী) টাকা** পাইবার নিমিত্তে ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট চুঁচুড়া, হুগলী আদালতে সাকসেশন সার্টিফিকেট এর জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। উক্ত কেসে কাহারো কোন স্বার্থ থাকিলে স্বয়ং তিনি অথবা তাঁর নিযুক্ত উকিল বাবু দ্বারা কারন দর্শাইবেন নচেৎ একতরফা শুনানীতে নিষ্পত্তি হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে :-
হারাধন ঘোষ, উকিল বাবু
অম্লান সেন, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট হুগলী চুঁচুড়া

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মক্কেল, শ্রী কিংশুক বিশ্বাস এবং শ্রীমতি সঙ্গীতা বিশ্বাস হলেন উক্ত ১ম ফ্লোর-এর সম্পূর্ণ ফ্ল্যাটটির নিরঙ্কুশ মালিক, যার কার্পেট এরিয়া প্রায় ৪৪২ বর্গফুট যা ৬৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ার সমতুল্য, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, কলকাতা ৭০০০৭০-এর সীমার মধ্যে বাঁশদ্রোণী থানার অন্তর্গত ...

NOTICE

My client Sri Amar Mukhopadhyay, son of Late Feluram Mukhopadhyay, residing at 27, Kantapukur Lane, Kadamtala, Howrah - 711101, has lost/misplaced original Death Certificate of his father Late Feluram Mukhopadhyay.
In this regard, G.D.E. No. 585, dated 12/09/2026 has been lodged at Bantra P.S.. If any one finding the same is requested to contact the undersigned Advocate or Bantra P.S.

Saumen Patra
Advocate
E. No. F/1757/2003
Judges Court Howrah
Mob: 6290197938

বিজ্ঞপ্তি

জেলা - হুগলী, মোকাম - চুঁচুড়াস্থিত
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৬ সালের ৮ নম্বর সাকসেশন মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী: শ্রী শুভজিত নারায়ন শূর, পিতা - স্বর্গীয় অজিত নারায়ন শূর, সাং - রায় বাজার, থানা - চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০৩

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীর পিসি, বীথিকা শূর, পিতা - স্বর্গীয় নিরোদ মোহন শূর, সাং - রায় বাজার, থানা - চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০৩, বিগত ইংরাজী ২৬/০৪/২০০৯ তারিখে অবিবাহিতা অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন। হুগলী জেলার বালির মোড় স্থিত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের পিপুলপাতি শাখায় উক্ত মৃত ব্যক্তির গচ্ছিত তথা ত্যক্ত ও প্রাপ্য **৭,৬৫,৬১৫.০০ টাকা** পাইবার নিমিত্ত উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং হাজির হইয়া বা নিযুক্ত উকিলবাবু মারফৎ তাহা জানাইবেন; অন্যথায়, দরখাস্তকারীর প্রার্থনা মোতাবেক একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী সমরেন্দ্র কুমার নাথ, এ্যাডভোকেট
হুগলী জেলা জজ আদালত
আদালতের অনুমত্যানুসারে,
অম্লান সেন, সেরেস্তাদার
হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী। তাং - ২৪/০৮/২০২৬

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

... জামিনের জন্য ... মধ্যে কোনো আপত্তি জমা না পড়িলে আইন ও নিয়ম অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন হইবে। তপশিল পরিচিতি:•জেলা: হুগলি •গ্রাম পঞ্চায়েত: কোদালিয়া- ১ নং •মৌজা: শিমলা (জে.এল. নং ১৬) •আর.এস. দাগ নং: ২২৯৮ | এল.আর. দাগ নং: ৩৪৩৬•এল.আর. খতিয়ান নং: ৯৩৯ •মোট জমির পরিমাণ: ১০ ছটাক (দুইটি দলিলমূলে) **ইতি**
প্রবীর কুমার রায়
আইনজীবী
আলিপুর জজ কোর্ট

GENERAL NOTICE

District : South 24-Parganas
In the Court of the Learned District Delegate at Alipore
5th Civil Judge (Senior Division) at Alipore
ACT XXXIX (SUCCESSION) Case No. 92 of 2026
In the Goods of Estate (Certificate in Respect of the estate) of the deceased BUDHDEO MISHRA Son of Late Setban Mishra of 44A, Sagar Manna Road, Milan Sangha Club, Parnasree Pally, Kolkata - 700060.
.... Deceased
AND
In the Matter of :
An application made by:
1) **SAROJ MISHRA** W/o Late Budhdeo Mishra
2) **SANDHYA MISHRA** D/o Late Budhdeo Mishra
3) **SANDIP MISHRA** S/o Late Budhdeo Mishra

All are the legal heirs of Late Budhdeo Mishra, All residing at : 44A Sagar Manna Road, Milan Sangha Club, Parnasree Pally, Kolkata -700060.
......Applicant / Petitioner's

WHEREAS : the abovementioned petitioner has filed the application on 23.04.2026, before the aforesaid court under the provision of Indian Succession Act, 1925 for the grant of succession certificate of **Rs. 3,03,744/-** in respect of the Estate left by (Late Budhdeo Mishra Death Benefits) Arrear of Pay and Allowance arising out of Wage Settlement effective from **01.01.2022**, Passed under abstract No. PA/2026/02/1 dated 11.02.2026 for the net amount of **Rs. 303744/-** (including penalty and interest till the disposal of this case) of Late Budhdeo Mishra, who died on 02.09.2023.

Notice hereby given that any person having any interest in the eatate of the deceased above named may appear in the court of the Learned 5th Civil Judge (Senior Division) at Alipore, South 24 Parganas within 30 days from the date of publication either in person or through agent and may filed objection if any they are against. In default the application will be heard and determined ex -parte in accordance with law.

By Order
Susanta Saha
Sheristadar
District Judge's Court
South 24-Pgs

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

রক্ষাকবচের আর্জি খারিজ কোর্টে, চরম বিপাকে 'পাথর সম্রাট' টুলু

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টেও মিলল না স্বস্তি। গ্রেপ্তারি থেকে রক্ষাকবচ এবং একাধিক এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়েও শেষরক্ষা হল না বীরভূমের দাপুটে বালি ও পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ তাঁর সমস্ত আবেদন সটান খারিজ করে দিয়েছে। ফলে গ্রেফতারির খাঁড়া ঝুলেই রইল পলাতক এই 'পাথর সম্রাটের' ঘাড়ে।

এদিনের শুনানিতে রাজ্য সরকারের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য আদালতের সামনে তুলে ধরেন। 'ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্রিডে'র রিপোর্ট উদ্ধৃত করে তিনি জানান, অভিযুক্ত টুলু মণ্ডল গত ২৩ মেতেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন এবং তারপর থেকেই আত্মগোপন করে রয়েছেন। অথচ নিম্ন আদালত গত ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এজি স্পষ্ট জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর ও জামিনঅযোগ্য ধারায় একাধিক মামলা রয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁকে কোনো রক্ষাকবচ দেওয়া হলে তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। রাজ্য এদিন মুখবন্ধ খামে একটি গোপন তদন্ত রিপোর্টও বিচারপতির এজলাসে জমা দেয়।

শুনানি চলাকালীন আদালত কক্ষে ওঠে আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের প্রসঙ্গও। মামলায় সওয়াল জবাবের এক পর্যায়ে উঠে আসে- যে ব্যক্তি দেশ ছেড়ে পালিয়েছে বলে প্রবল সন্দেহ রয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অনায়াসেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে পারে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, 'অপরাধ যে বড়, তা এখন অস্বীকার করছি না। তবে মূল বিষয়ে এখনই যাচ্ছি না।'

অন্যদিকে, আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী সিদ্ধার্থ দাভে সওয়ালে দাবি করেন, গত ৩০ জুলাই এফআইআর দায়ের করা হয়। তাহলে মে মাসে দেশ ছাড়ার সঙ্গে এই মামলার যোগাযোগ কোথায়? তিনি প্রশ্ন তোলেন, আগে থেকে না জেনে কীভাবে একজন মানুষ জুলাইয়ের এফআইআর-এর ভয়ে মে মাসে পালাবেন? আইনজীবী আদালতে জানান, তাঁদের বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে আপত্তি নেই, তবে তার আগে আদালতকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিতে হবে। যদিও আদালত সেই যুক্তিতে বিন্দুমাত্র আমল দেয়নি।

সংগঠন থেকে কলেজ প্রশাসন, সভাপতিদের একগুচ্ছ নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আগে দলের সংগঠন আরও গুছিয়ে নিতে এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে নজর বাড়াতে মঙ্গলবার সাংগঠনিক বৈঠকে বসল রাজ্য বিজেপি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও দলের রাজ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের উপস্থিতিতে হওয়া এই বৈঠকে জেলার সভাপতি, বিধায়ক, মন্ত্রী এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির নবনিযুক্ত সভাপতিরা ছিলেন। কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব, আর্থিক লেনদেন এবং শিক্ষা-পরিবেশ নিয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

রাজ্য বিজেপি সূত্রের খবর, নতুন সভাপতিদের হাতে দায়িত্ব দেওয়ার পর কী ভাবে কলেজ পরিচালনা করতে হবে, সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করছে দল। সরকারি নিয়ম ও আইন মেনেই তাঁদের কলেজ পরিচালন সমিতির কাজ চালানোর কথা বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বাজেট তৈরি থেকে শুরু করে সরকারি নির্দেশ মেনে খরচ করা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিয়ম মেনে চলার উপরে জোর দেওয়া হয়।

এছাড়াও কলেজের হিসাবপত্র নিয়েও কড়া বার্তা দেওয়া হয় এদিনের বৈঠক থেকে। সময়মতো অডিট রিপোর্ট এবং বার্ষিক রিপোর্ট জমা দিতে হবে। কোনও ব্যক্তিগত কাজে বা ব্যক্তিগত লাভের জন্য কলেজের টাকা ব্যবহার করা যাবে না। মঙ্গলবারের বৈঠকে 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্ক করা হয়েছে সভাপতিদের। প্রতিষ্ঠানে কোনও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠলে পরিচালন সমিতির দায়িত্বশীল পদে থাকা ব্যক্তিরা দায় এড়াতে পারবেন না বলে দলীয় সূত্রে খবর।

তৃণমূল সরকারের সময়ে কলেজ পরিচালনায় একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল বলেই বিজেপির দাবি। সেই প্রেক্ষাপটে নতুন পরিচালন সমিতিগুলির কাজে আর্থিক স্বচ্ছতার ওপর বিশেষ নজর দিতে চাইছে দল। শুধু হিসাব নিয়েই নয়, কলেজের দৈনন্দিন পরিবেশ নিয়েও সভাপতিদের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। নিয়মিত হস্টেল ও মেস পরিদর্শন করে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি খেলাধুলা এবং এনসিসিতে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়ার কথাও বলা হয়। একই সঙ্গে কোনও একটি ব্যক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত বা ক্ষমতার অপব্যবহার যাতে না হয়, সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার বৈঠক থেকে কলেজে দলীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত না করার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে বিজেপি নেত্রী লকেট চ্যাটার্জি বলেন, কলেজে কোনও রকম রাজনীতি চায় না। কলেজে কোনও রকম রাজনীতির নেগেটিভিটির জায়গা বানানো হবে না। কোনও দুর্নীতি নয়। স্কুল-কলেজে যাতে কোনও রকম রাজনীতি প্রবেশ করতে না-পারে সেই দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। ছাত্ররা যাতে নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে পারে সেদিকটি আমাদের দেখতে হবে।

কোয়েলের ছাড়া রাজ্যসভা আসনে ভোট ১৬ অক্টোবর, বিজ্ঞপ্তি ২৯-এ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোয়েল মল্লিক রাজ্যসভার আসন থেকে পদত্যাগ করার পর, সেই আসনে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৬ অক্টোবর ওই আসনে ভোট হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করে শুরু হবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া, মঙ্গলবার নির্দেশিকা জারি করে জানায় জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

৬ অক্টোবর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনধার্য করা হয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য তৃণমূল যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিল, তাতে কোয়েল মল্লিকের নাম ছিল। বাবুল সুপ্রিয়, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী এবং রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমারের সঙ্গেই প্রার্থী করা হয়েছিল তাঁকে। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগে কোয়েলের বাবা রঞ্জিত মল্লিকের ভবানীপুরের বাড়িতে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে দিল্লিতে গিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নেন অভিনেত্রী। তবে সাংসদ হিসেবে তাঁর মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়নি। ৪ মে রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই কোয়েলের ইস্তফা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। জুলাইয়ের শেষ দিকে রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। তাঁর পদত্যাগের পরই আসনটি শূন্য হওয়ায়, এবার সেই আসনেই এ বার উপনির্বাচন হবে।

রাজনীতিতে কোয়েলের সক্রিয়তার কোনও দীর্ঘ ইতিহাস না-থাকলেও, শপথের পরে অবশ্য তিনি জানান, দেশের ও মানুষের সেবা করার সুযোগ হিসেবেই এই দায়িত্বকে দেখছেন। যদিও ইস্তফার আগে পর্যন্ত খুব বেশি দিন সাংসদ হিসেবে কাজ করার সুযোগ হয়নি তাঁর। মঙ্গলবার কমিশনের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ৬ অক্টোবর মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়সীমা শেষ হবে। ৭ অক্টোবর মনোনয়নপত্র যাচাই করা হবে। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন ৯ অক্টোবর বলেই জানান হয়।

১৬ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। ওই দিনই বিকেল ৫টা থেকে ভোটগণনা শুরু হবে। ১৯ অক্টোবরের মধ্যে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশিকা জারি করেছে কমিশন। রাজ্যের এই আসনের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের ১০টি এবং উত্তরাখণ্ডের একটি রাজ্যসভা আসনেও নির্বাচন হবে। উত্তরপ্রদেশের ওই ১০ সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৫ নভেম্বর।

বর্তমানে বিজেপি আটটি আসন, একটি সমাজবাদী পার্টির এবং একটি বহুজন সমাজ পার্টির দখলে আছে। উত্তরপ্রদেশে মেয়াদ শেষ হতে চলা সাংসদদের মধ্যে আছেন বিজেপির ব্রিজ লাল, সীমা দ্বিবেদী, নীরজ শেখর, গীতা শাক্য, হরদীপ সিং পুরী, অরুণ সিং, বিএল বর্মা এবং দীনেশ শর্মা। সমাজবাদী পার্টির রামগোপাল যাদব এবং বহুজন সমাজ পার্টির রামজি গৌতমের মেয়াদও শেষ হচ্ছে। এছাড়াও উত্তরাখণ্ডের একটি আসনের মেয়াদও শেষ হচ্ছে। বর্তমানে ওই আসনের সাংসদ বিজেপির নরেশ বনসল। তাঁর মেয়াদ শেষ হলে আসনটিতেও নতুন করে নির্বাচন হবে। যদিও রাজনৈতিক মহলের এখন নজর রাজ্যের এই শূন্য আসনের দিকেই। ১৬ অক্টোবরের ভোটে কোন দল কাকে প্রার্থী করে, সে দিকেই তাকিয়ে আছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

দুর্গা-কালীপুজোয় 'নারীশক্তি সম্মান' জানাবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের দুর্গাপুজো ও কালীপুজোয় এ বার 'নারীশক্তি সম্মান' দেওয়ার উদ্যোগ নিল রাজ্য বিজেপি। দলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সব জেলায় এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় এলাকার সাধারণ মহিলাদের মধ্য থেকেই সম্মানের জন্য উপযুক্তদের বেছে নেওয়া হবে।

দলের নির্দেশিকায় সম্মানপ্রাপকদের বাছাই করার জন্য কয়েকটি বিষয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে। সমাজে পিছিয়ে থাকা মহিলা, এলাকার ছোট ব্যবসায়ী, মেধাবী বা স্কলার ছাত্রী এবং আর্থিক কিংবা সামাজিক ভাবে যারা এই সম্মান দেওয়ার উপযুক্ত, তাঁদেরকে বিবেচনায় রাখা হবে। অর্থাৎ শুধু পরিচিত মুখ নয়, এলাকার সাধারণ মহিলাদের মধ্য থেকেই যোগ্য মহিলাদের বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পুজো কমিটির কাছেও আবেদন করেও আগ্রহী মহিলারা নিজেদের নাম জমা দিতে পারবেন। পরে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতৃত্ব সেই আবেদনগুলি খতিয়ে দেখে সম্মানের জন্য উপযুক্তদের নাম চূড়ান্ত করবেন। জেলাস্তরের নেতৃত্বের কাছেও ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই বিজেপি সূত্রে খবর।

দুর্গাপুজোর আবহে স্থানীয় এলাকাতে মহিলাদের কাজ ও ভূমিকার স্বীকৃতি দিতেই এই উদ্যোগ বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে। দুর্গাপুজোর পাশাপাশি কালীপুজোতেও এই কর্মসূচি চলবে।

ভবানীভবনে ৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ কীর্তি আজাদকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: তোলাবাজি অভিযোগ মামলায় ভবানীভবনে হাজিরা 'মমতা তৃণমূলে'র কীর্তি আজাদের। তোলাবাজি মামলায় সাংসদ কীর্তি আজাদকে ৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করল সিআইডি। রানিগঞ্জের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা তোলাবাজির অভিযোগ মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কীর্তি আজাদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সেই মামলাতেই ভবানীভবনে হাজিরা দেন তিনি। সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বেলা ১২টা নাগাদ ভবানীভবনে ডাকা হয় কীর্তি আজাদকে। নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগেই কীর্তি আজাদ চলে আসেন। মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেছেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তদন্তে সহযোগিতা করব। আমার ওপর মিথ্যাএবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ করা হয়েছে। যেদিনের কথা বলা হচ্ছে, ২১ তারিখের কথা উনি বলেছেন। আমি ১৯ তারিখ দিল্লিতে চলে গেছিলাম। ২১ তারিখ কে ছিল আমার ঘরে পয়সা নেওয়ার জন্য।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে আপাতত রক্ষাকবচ দেয়। তবে তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। আদালতের নির্দেশ মেনেই মঙ্গলবার সিআইডির দপ্তরে হাজিরা দেন কীর্তি। মামলার সূত্রপাত গত বছরের ২১ মে-র একটি ঘটনা ঘিরে। অভিযোগ, ওইদিন কীর্তি আজাদের দুর্গাপুরের বাংলোয় এক ব্যবসায়ীকে ফোন করে ডেকে পাঠানো হয়। ব্যবসায়ীর অভিযোগ, সেখানে কীর্তির এক সহযোগী তাঁর কাছে ১৫ লক্ষ টাকা দাবি করেন।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড চিহ্নিত হতেই পুরভোটের প্রার্থী খুঁজছে বামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু করল বামেরা। নিজেদের প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু করে দিল সিপিএম। নতুন করে ২০৯টি ওয়ার্ডের সংরক্ষণ তালিকা সামনে আসার পরই জেলা নেতৃত্বকে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে ওয়ার্ডের সম্ভাব্য প্রার্থী কারা হতে পারে, তাই নিয়ে খোঁজখবর শুরু হল সিপিএমের অন্দরে। কোন ওয়ার্ডে কাকে দাঁড় করানো যায়, তা নিয়ে স্থানীয় এরিয়া কমিটির সঙ্গে আলোচনা করছেন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা। চলতি বছর ডিলিমিটেশনের পরে কলকাতায় ওয়ার্ডের সংখ্যা বেড়ে হচ্ছে ২০৯ টি। তার মধ্যে ৭০টি মহিলা এবং ১২টি ওয়ার্ড তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। সংরক্ষণের বিন্যাস নিয়ে বামেদের আপত্তি থাকলেও প্রার্থী বাছাই করার কাজ থামিয়ে রাখেনি সিপিএম। সিপিএমের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্য বলেন, 'জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সব সদস্যর মধ্যে ২০৯টি ওয়ার্ডের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও সদস্যের হাতে ২০ এর বেশি ওয়ার্ডের দায়িত্ব রয়েছে। এই নেতারা সংশ্লিষ্ট এরিয়ার কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছেন।' চলতি বছরে অবশ্য বামফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে আসন ভাগাভাগির হিসাব অবশ্য এখনও চূড়ান্ত হয়নি। গত পুরভোটে ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে সিপিএম ৯০টি আসনে লড়েছিল। সিপিআই পেয়েছিল ১৩টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ১১টি এবং আরএসপি সাতটি আসন। কয়েকটি ওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল ছোট শরিকদের।

যদিও এ বার ওয়ার্ডের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শরিকদের মধ্যে নতুন করে আসন বণ্টনের আলোচনা করা প্রয়োজন বলেই মনে করছে সিপিএম। এক প্রসঙ্গে এক বাম শরিকের কলকাতা জেলা সম্পাদক বলেন, 'মোট ওয়ার্ড সংখ্যা যেহেতু বেড়েছে সেই অনুযায়ী শরিক দলগুলির আরও বেশি ওয়ার্ডে লড়াই করা উচিত। তবে এই নিয়ে কলকাতা জেলা বামফ্রন্টে এখনও আলোচনা হয়নি। কিছু ওয়ার্ডে হয়তো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রার্থী করাও হতে পারে।'

ঘনীভূত নিম্নচাপ, উপকূল অভিমুখে রওনা

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির ভ্রূকুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আপাতত বঙ্গোপসাগরে বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় স্বস্তি মিললেও পিছু ছাড়ছে না প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মধ্য ও সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া স্পষ্ট নিম্নচাপটি ঘনীভূত হয়ে মঙ্গলবার রাতের মধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে, অন্তত এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি মঙ্গলবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বুলেটিনে এও জানানো হয় যে, শক্তি বাড়িয়ে এই নিম্নচাপটি উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর (বুধবার) মধ্যরাত থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) ভোরের মধ্যে বিশাখাপত্তনম ও গোপালপুরের মধ্যবর্তী কোনও স্থান দিয়ে এই অতি গভীর নিম্নচাপ আকারে স্থলভাগে প্রবেশ করবে।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর স্পষ্ট করে জানিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সিস্টেমের ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। আর এই সিস্টেম স্থলভাগের দিকে যত এগোচ্ছে, ততই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ হয়ে উঠছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পুরো সপ্তাহ জুড়েই দফায় দফায় বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডব চলবে।

বিশেষত, বুধবার থেকে বৃষ্টির প্রাবল্য তীব্র হবে। উপকূলীয় জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পাশাপাশি পশ্চিমের জেলা ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়াতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই সময়ে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে প্রতি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কম-বেশি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার প্রভাব শুক্রবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

নিম্নচাপের সরাসরি প্রভাব ওড়িশা-অন্ধ্র উপকূলে থাকলেও, জলীয় বাষ্পের যোগানের কারণে উত্তরবঙ্গেও মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ছে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার এই তিনদিনে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর;সবকটি জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির কথা জানিয়েছে আলিপুর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শুক্রবার উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও ডুয়ার্স সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টির মাত্রা আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।

সম্পাদকীয়

নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো পাওয়ারেই আটকে নয়াদিল্লির দাবি

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই সরব নয়াদিল্লি। কিন্তু সেই পথে বাধাও বিস্তর। এ বার ভারতের সেই দাবির পাশে দাঁড়াল ইউরোপের চার দেশ। হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্র। তারা জানিয়ে দিয়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হিসেবে ভারতকে দেখতে চায় তারা। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে ওই চার দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সেখানেই তাদের সমর্থনের কথা জানায় দেশগুলি। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের উদীয়মান শক্তি হিসেবে ভারতের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়া উচিত, এই বিষয়ে চার দেশই একমত। এর আগে পরিষদের তিন স্থায়ী সদস্য ফ্রান্স। রাশিয়া ও ব্রিটেন নয়াদিল্লিকে সমর্থন জানিয়েছে। আমেরিকাও ভারতের পাশে। তবে কৌশলী বেজিং বলেছে তারা ভারতের দাবিকে সম্মান করে। কিম্তু এরপরও ভারতকে এই সম্মান দেওয়া হয়নি। কারণ ভেটো পাওয়ারেই আটকে আছে গোটা প্রক্রিয়া। নতুন স্থায়ী সদস্য আসলে তাঁদের ভেটো ক্ষমতা থাকবে কি না, সেটিই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আটকে দিতে পারেন ভেটো প্রয়োগ করে। নির্বাচিত অন্য সদস্য দেশের সেই ক্ষমতা নেই। আফ্রিকান ইউনিয়ন দীর্ঘমেয়াদে ভেটো ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পক্ষে। তবে যতদিন ভেটো ব্যবস্থা থাকবে, তত দিন নতুন স্থায়ী সদস্যদেরও বর্তমান পাঁচ স্থায়ী সদস্যের সমান অধিকার দেওয়ার দাবি জানিয়েছে তারা। ভারতের অবস্থানও একই। ২০২৬-এর এপ্রিলে নয়াদিল্লি সাফ জানিয়েছিল, এমন কোনও ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হবে না যেখানে কয়েকটি স্থায়ী সদস্যেরই শুধু ভেটো ক্ষমতা থাকবে, অথচ নতুন স্থায়ী সদস্যরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। ভারতের অবস্থান স্পষ্ট, হয় সব স্থায়ী সদস্যকে ভেটো ক্ষমতা দেওয়া হোক, নয়তো তুলে দেওয়া হোক। অর্থাৎ, স্থায়ী সদস্য তা সে নতুন বা পুরনো যাই হোক না কেন, অধিকার এবং দায়িত্বে কোনও বৈষম্য থাকা উচিত নয় বলে মনে করে নয়াদিল্লি।

শব্দছক ২৭৬

রবি দাস

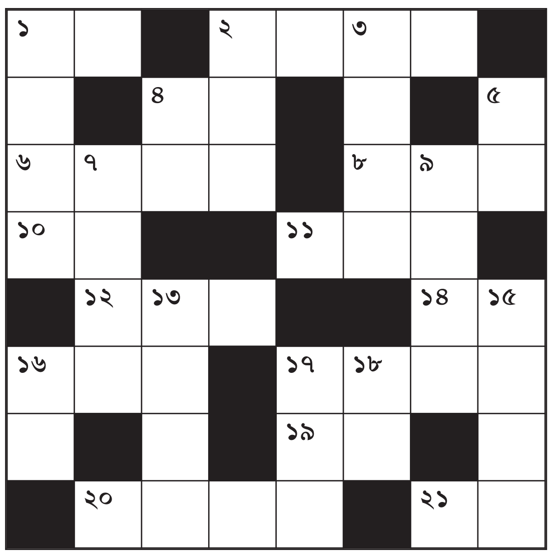

পাশাপাশি: ১. অনুগ্রহ ২. গণিত বিশারদ ৪. বরের ঘরনী ৬. চাঁদ ৮. তার ১০. পুরুষ মানুষ ১১. কর্মকার ১২. ভাগ্য ১৪. কানে খাটো ১৬. মাছ ১৭. পৃথিবী পৃষ্ঠ ১৯. জেলখানা ২০. হিসেবী চালচলন ২১. স্বামী

ওপর-নিচ: ১. দর্শন-এর কাব্যরূপ ২. এক প্রজাতির হরিণ ৩. উত্তপ্ত তাম্র ৪. হত্যা ৫. ভয় ৭. মিষ্টি সিরাপযোগে পানীয় ৯. পরাজিত পক্ষ ১৩. বাসযোগে ভ্রমণ ১৫. ব্যবসায় লাটে ওঠার রঙিন বাতি ১৬. খারাপ ১৭. হিন্দীতে পাকা গৃহ ১৮. হীরক

সমাধান ২৭৫ — পাশাপাশি: ১. প্রতীক ৩. অনেক ৫. পাদপ ৬. লাভা ৮. মহল ১০. রাম ১২. অপশাসন ১৪. জোরখবর ১৬.ত সাধা ১৭. বেসাতি ১৯. কিল ২১. রিক্ততা ২২. বরাত ২৩. রবার

ওপর-নিচ: ১. প্রথম ২. কপাল ৩. অপরাপর ৪. কলা ৭. ভাঙ্গন ৯. হকার ১১. মশা ১২. অবধারিত ১৩. সহসা ১৪. জোনাকি ১৫. খসা ১৭. বেতার ১৮. তিমির ২০. লব

আজকের দিন

- **১৯৩২** — বাদশাহ আবদুলআজিজ সৌদি আরবের একীকরণের ঘোষণা করেন। এই দিনটি সৌদি জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়।
- **১৯৬৫** — জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়, যার মাধ্যমে ১৭ দিনব্যাপী ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শেষ হয়।

জন্মদিন

১৯৪৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তনুজার জন্মদিন।*
১৯৫৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কুমার শানুর জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

কুমার শানু

জোড়াফুলহীন তৃণমূলে ফের ভাঙনের শঙ্কা

প্রাক্তন কিছু বিধায়কের দিকে কংগ্রেসের নজর

কণাদ দাশগুপ্ত

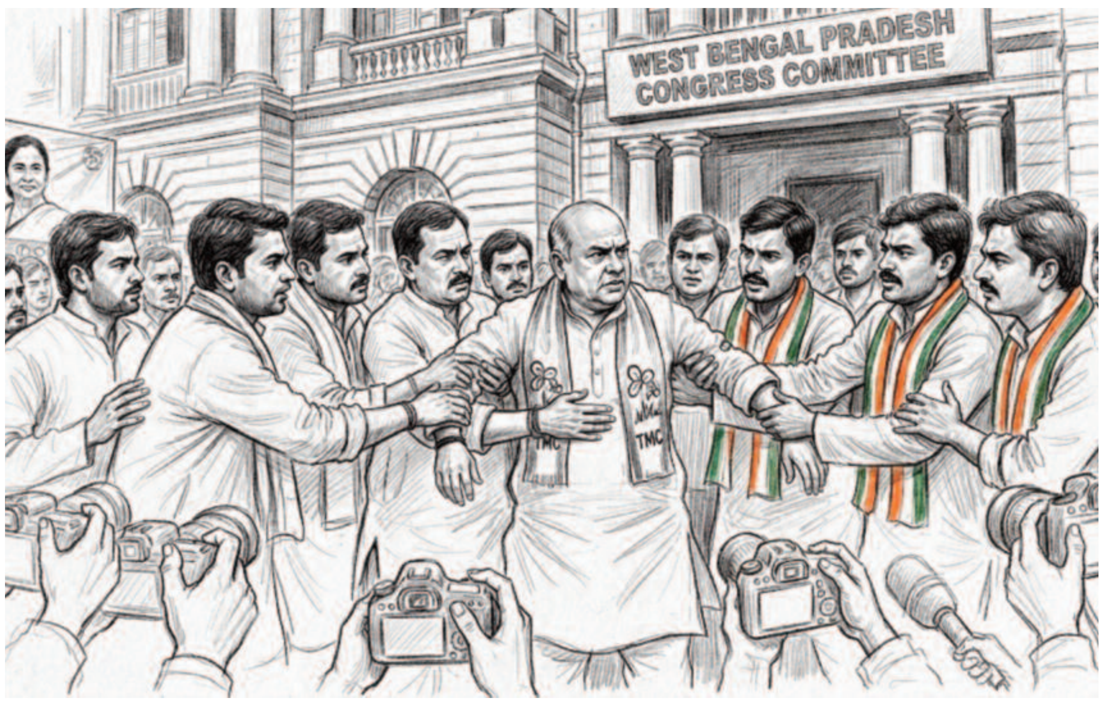

রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় ভাঙনটি মঞ্চে দেখা যায় না। তা শুরু হয় কর্মীর মনে। দল আছে অথচ নেই, নেতা আছেন, কিন্তু পরিচিত প্রতীক নেই। পুরনো নাম নেই, আগামী দিনের ঠিকানাও স্পষ্ট নয়, এই অনিশ্চয়তাই তখন সংগঠনের ভিত আলগা করে। তৃণমূল কংগ্রেস এখন ঠিক সেই পরীক্ষার সামনে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির পরস্পরের সঙ্গে লড়ছে 'আসল তৃণমূল' হওয়ার দাবিতে। কিন্তু দুই পক্ষের হাতে আর নেই তৃণমূলের পুরনো নাম, নেই জোড়াফুল প্রতীক, তাই লড়াইটি শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষের বাইরেও ছড়াতে পারে। আর সেই ফাঁকেই কংগ্রেসের সামনে খুলে যেতে পারে দীর্ঘদিনের হারানো সাংগঠনিক জমি ফিরে পাওয়ার দরজা।

নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্তে আপাতত 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং জোড়াফুল প্রতীক ব্যবহার করতে পারছে না কোনও পক্ষই। উপনির্বাচনে দুই শিবিরকেই কমিশনের দেওয়া নতুন নাম ও প্রতীক নিয়ে লড়তে হবে। এটি নিছক প্রতীকের সমস্যা নয়। তৃণমূলের মতো দীর্ঘদিনের নির্বাচনী দলের ক্ষেত্রে নাম ও প্রতীক ভোটারের স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সেই পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন প্রতীকে সংগঠন চালানো মানে শুধু প্রচারের ভাষা বদল নয়, কর্মীদেরও নতুন করে বোঝানো, কেন তাঁরা এই পতাকার নীচে থাকবেন।

এই জায়গাতেই তৃণমূলের 'তৃতীয় পক্ষ' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ২০২৬-এর নির্বাচনে টিকিট না পাওয়া প্রাক্তন বিধায়ক, নির্বাচনে পরাজিত প্রাক্তন বিধায়ক এবং জেলার প্রাক্তন পদাধিকারীদের একটি অংশ কোনও শিবিরেই যাননি। তাঁরা অপেক্ষা করছেন। কালীঘাটের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব আছে, ঋতব্রত শিবিরের সঙ্গেও তাঁদের রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হয়নি। তাঁদের কাছে এখন মূল প্রশ্ন, শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের পরিচয় কোন দিকে যায় এবং সেই পরিচয়ের সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কতটা নিরাপদ।

কিন্তু এখানেই কংগ্রেসের সম্ভাবনা শুধু 'কয়েক জন নেতাকে দলে নেওয়া'-র মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তৃণমূলের দীর্ঘ শাসনকালে রাজ্যের বহু জেলায় কংগ্রেসের পুরনো সংগঠনের একটি অংশ তৃণমূলে চলে গিয়েছিল। স্থানীয় স্তরে বহু কর্মী, প্রাক্তন পদাধিকারী এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ তৃণমূলের সংগঠনের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। সেই মানুষদের একটি অংশ যদি এখন তৃণমূলের বাইরে বেরিয়ে আসে, কংগ্রেসের সামনে তৈরি হতে পারে উল্টো স্রোত তৈরির সুযোগ। অর্থাৎ কংগ্রেসকে শূন্য থেকে সংগঠন বানাতে হবে না, তৃণমূলের ভিতর দিয়ে এত দিন সক্রিয় থাকা একটি রাজনৈতিক পরিসরের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ তৈরির সুযোগ পাবে।

এখানেই প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়করা গুরুত্বপূর্ণ। একজন প্রাক্তন বিধায়ক মানে শুধু একটি নাম নয়। তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে স্থানীয় কর্মী, পঞ্চায়েত স্তরের যোগাযোগ, পুরনো রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং এলাকার ভোটের সমীকরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা। একাধিক জেলা থেকে যদি এমন নেতৃত্ব একসঙ্গে কংগ্রেসে আসে, তবে তা বিচ্ছিন্ন দলবদল না হয়ে সংগঠন পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া হয়ে উঠতে পারে।

প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলার একাধিক প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের যোগাযোগের কথা সামনে এসেছে। তাঁদের কেউ ২০২৬-এর নির্বাচনে টিকিট পাননি, কেউ বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছেন। তাঁদের একটি অংশের বক্তব্য, তৃণমূলের পুরনো নাম ও জোড়াফুল যদি না থাকে , তবে তাঁরা কর্মীদের নিয়ে কংগ্রেসে যাওয়ার কথা ভাবছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে একাধিক বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগের কথা স্বীকার করা হয়েছে। বসিরহাট দক্ষিণের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ডা. সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেসে যোগদান সেই সম্ভাবনাকে আরও দৃশ্যমান করেছে। তিনি কর্মী-সমর্থকদের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। এই প্রবাহকে কংগ্রেস যদি সংগঠিত করতে পারে, তবে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য যথেষ্ট বড়। কারণ তৃণমূলের ভাঙন কংগ্রেসকে শুধু কিছু পরিচিত মুখ দিতে পারে না, দিতে পারে জেলা থেকে বুথ পর্যন্ত নতুন করে সংগঠন গড়ার কাঁচামাল। প্রাক্তন তৃণমূল নেতৃত্বের স্থানীয় যোগাযোগের সঙ্গে কংগ্রেসের ঐতিহ্যগত সংগঠন এবং কর্মীদের যদি এক জায়গায় আনা যায়, তা হলে বহু এলাকায় কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয় সাংগঠনিক কাঠামোও নতুন প্রাণ পেতে পারে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ, এই সম্ভাবনা কেবল আজকের জন্য নয়। তৃণমূলের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকা নেতা-কর্মীদের একাংশ যদি কংগ্রেসে আসে, তাঁরা তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কের সামাজিক ও স্থানীয় বিন্যাস সম্পর্কে জানেন। তাঁরা জানেন কোথায় সংগঠন দুর্বল, কোথায় কর্মীদের ক্ষোভ, কোথায় স্থানীয় নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। এই অভিজ্ঞতা কংগ্রেসের পক্ষে সংগঠন বিস্তারের ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। অবশ্যই তা তখনই, যখন কংগ্রেস দলবদলকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক না রেখে সংগঠনকেন্দ্রিক ভাবে কাজে লাগাবে।

তৃণমূলের দুই শিবিরের সমস্যা ঠিক এখানেই। নিজেদের 'আসল' প্রমাণ করতে গিয়ে তারা যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়তেই ব্যস্ত থাকে, তবে মাঝখানের মানুষগুলির জন্য কোনও রাজনৈতিক জায়গা তৈরি হবে না। আর রাজনীতিতে শূন্যস্থান কখনও দীর্ঘদিন শূন্য থাকে না। অন্য কোনও দল এসে তা পূরণ করে।

কংগ্রেসের সামনে সেই সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু সুযোগটিকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য দরকার দ্রুত সাংগঠনিক পদক্ষেপ, জেলা ধরে যোগাযোগ, প্রাক্তন বিধায়কদের সঙ্গে সমন্বয়, তাঁদের কর্মী-সমর্থকদের জায়গা দেওয়া এবং পুরনো কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে নতুন আসা নেতৃত্বের সংঘাত এড়ানো। পৃথক মঞ্চ বা কমিটির মাধ্যমে প্রথমে সমন্বয় তৈরি করে পরে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামোয় যুক্ত করার ভাবনাও সেই প্রক্রিয়ার একটি সম্ভাব্য পথ হতে পারে।

অন্য দিকে, দুই তৃণমূলের সামনে বিপদ আরও সরাসরি। প্রতীক হারানোর অভিঘাত সামলে সংগঠন ধরে রাখতে না পারলে আজকের দ্বন্দ্ব আগামী দিনের ধারাবাহিক দলত্যাগে পরিণত হতে পারে। বিশেষত সেই সমস্ত নেতা-কর্মীর ক্ষেত্রে, যাঁদের কাছে ব্যক্তিগত নেতৃত্বের চেয়ে দলের পরিচিত নাম ও প্রতীক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং তৃণমূল নিয়ে বিবাদকে কেবল নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের মধ্যে আটকে রাখলে চলবে না। এর পরিণতি পৌঁছতে পারে দলের জেলা সংগঠন, কর্মী-সমর্থক এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রশ্নে। দুই তৃণমূল যত নিজেদের মধ্যে ভাগ হবে, কংগ্রেসের সামনে তত নতুন করে সংগঠন গড়ার জায়গা তৈরি হবে।

কংগ্রেসের কাছে এ এক বিরল রাজনৈতিক মুহূর্ত। দীর্ঘদিনের ক্ষয় পূরণ করার জন্য বাইরে থেকে নতুন ভোটব্যাঙ্ক খোঁজার চেয়ে, তৃণমূলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকা পুরনো রাজনৈতিক পরিসরের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা অনেক বেশি প্রত্যক্ষ সুযোগ। তবে তার জন্য কংগ্রেসকে শুধু দলবদলের ছবি তুললে চলবে না; সেই দলবদলকে বুথে, ব্লকে, জেলায় সংগঠনে পরিণত করতে হবে।

শেষ কথা তাই জোড়াফুল বা দলের নাম কেন পেল না, শুধু তা নয়, আসল প্রশ্ন, জোড়াফুল না থাকলে কত জন তৃণমূল ছাড়বেন, আর তাঁদের কত জনকে কংগ্রেস নিজের ঘরে সংগঠিত ভাবে টেনে নিতে পারবে। এই হিসাবেই আগামী দিনে দুই তৃণমূলের ভাঙনের অভিঘাত এবং কংগ্রেসের সম্ভাবনার আসল মাপ মিলবে।

'গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণে নৈতিক সাংবাদিকতার ভূমিকা' — জাতীয় সেমিনারে বিশিষ্টরা

অশোক সেনগুপ্ত

'নৈতিক সাংবাদিকতা' বলে সত্যি কিছু হয়? বিশেষ করে এই নীতিহীনতার যুগে? প্রশ্নটা উস্কে দিল অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তনমে সদ্য-আয়োজিত এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে। বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টরা আলোচনায় জানালেন, 'নৈতিক সাংবাদিকতা' কেবল হয় না, গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণে সেটা সাংবাদিকতার ভূমিকা হওয়া আবশ্যিক।

সাংবাদিকদের আচরণবিধি থাকা আবশ্যিক বলে সভায় মন্তব্য করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও 'ভারতী শ্রমজীবী সাংবাদিক সমিতি' (BSPS)-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শাহনওয়াজ হাসান। তিনি বলেন, সাংবাদিকতা যেন 'ওয়ানওয়ে' ট্রাফিক না হয়ে ওঠে। তবে, এই সঙ্গে সাংবাদিক সুরক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথাও তিনি বলেন।

শাহনওয়াজ হাসান বলেন, নানা জায়গায়, বিশেষত বিভিন্ন ধরণের খনি অঞ্চলে দুর্নীতির খবর ফাঁস করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন সাংবাদিকরা। সাংগঠনিকভাবে দাবির মাধ্যমে তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের জন্য কিছু করা গিয়েছে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট উদাহরণও দিয়ে তিনি দাবি করেন, ইউপিএ আমলে সাংবাদিক-সুরক্ষার বিষয়টি ছিল সোনার পাথরের বাটির মতো। পরে কোভিডের সময় কেবল উত্তরপ্রদেশে সাংবাদিকদের বা তাঁদের পরিবারবর্গের জন্য ১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। অন্য কোনো রাজ্যে এরকম হয়নি।

এই ক্ষেত্রে নানা রাজ্য, বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী টিভিএসকে কনক রাজু নিঠারি হত্যাকান্ড মামলা এবং সেটির রায়ের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের ভূমিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রশ্ন তোলেন যে, প্রধান অভিযুক্তরা খালাস পাওয়ার পর কোনো সংবাদমাধ্যমই কি পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছেন যে তাঁরা তাদের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছিলেন কি না? সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ কি ত্রুটিমুক্ত ছিল, নাকি অভিযোগপত্র (চার্জশিট) তৈরিতে কোনো ভুল ছিল? যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তবে সুপ্রিম কোর্ট কেন এমন রায় দিল? আর যদি ভুল থাকে, তবে নিঠারি হত্যাকাণ্ডের তদন্তকারীরা কেন তা করেননি এবং এর জন্য কে দায়ী? কেন নিহত নিষ্পাপ শিশুদের অসহায় বাবা-মাকে তাদের সন্তানের মৃত্যুর কারণ জানতে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছিল?

সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী টিভিএসকে কনক রাজু।

ভারতী শ্রমজীবী সাংবাদিক সমিতি' (BSPS)-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শাহনওয়াজ হাসান।

বিশাখাপত্তনমের সাংসদ এম. শ্রী ভরত।

নৈতিক সাংবাদিকতার প্রশ্ন তুলে কনক রাজু বলেন, 'আমি বড় সংবাদমাধ্যমের পক্ষে-বিপক্ষে আইনি সওয়াল করার সুবাদে সাংবাদিকদের 'নৈতিক সাংবাদিকতা'-র বিষয়টি অনুভব করেছি। 'রিপাবলিক বাংলা'-র অর্ণব গোস্বামী সাংসদ শশী থারুর সম্পর্কে প্রকাশ্যে এমন মন্তব্য করেছিলেন, যা করা যায় না। বিষয়টি আদালতে গড়ায়। অভিযুক্ত নিজের মন্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ দেখাতে পারেননি। আদালত কড়া নির্দেশ না দিলেও অভিযুক্তকে সতর্ক করে দেন। বিচারে পরোক্ষে সাংবাদিকদের হয়তো একটু বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু সাংবাদিকদের বুঝতে হবে নিজের এক্তিয়ারের কথা। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে লিখলেও এমন কিছু লিখবেন না, যা বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।'

ড. ওয়াইভিএস মূর্তি (২১.৮.১৯২৭ - ৩০.৩.২০১০) ছিলেন অন্ধ্র প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং 'অ্যালকালি মেটালস লিমিটেড'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও একজন জনহিতৈষী ব্যক্তিত্ব। মাদ্দিলাপালেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একটি অডিটোরিয়াম তাঁর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে আয়োজিত সেই আলোচনায় কনক রাজু সাংবাদিকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ওই আলোচনার সভাপতিত্ব করেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য জিভিএল নরসিমা রাও। তিনি কিছুটা হলেও আইনজীবী কনক রাজুর মতামতের সাথে একমত পোষণ করেন। বলেন, সামগ্রিকভাবে সাংবাদিকরা কোনো ঘটনা লেখা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আংশিক স্বাধীন হলেও, পেশা ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্বের কথা তাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত।

উদ্বোধনী ভাষণে বিশাখাপত্তনমের সাংসদ এম. শ্রী ভরত স্বীকার করেন, গড়পরতা সাংবাদিকদের বেতন তুলনামূলক কম। নিবেদিতপ্রাণ না হলে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে তাঁদের কাজ করা মুস্কিল। বৃহৎ নানা শিল্পগোষ্ঠী সংবাদপত্র কিনে নিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নানা অনলাইন সংবাদমাধ্যম। তৈরি হচ্ছে একপেশে সাংবাদিকতা। তবে, স্মার্টফোনের দৌলতে অনেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে সত্যি খবর।

সাংসদ ভরতের কথায়, 'Karam will catch up. I respect ethical– honest journalists. Society need it. Neutrality is a must.....Power of a journalist is honesty. Good is always good. You play a critical role. So– integrity should be maintained.' তাঁর মতে, 'সঙ্কুচিত হচ্ছে সাংবাদিক সুরক্ষার পথ। তা সত্ত্বেও সৎ সাংবাদিকতাকেই উত্তরণের পথ মনে করে এগিয়ে যেতে হবে। আমার গঠনমূলক সমালোচকরাও আমার বন্ধু।' তাঁর পিছনে প্রভাবশালীর মদতপুষ্ট এক সাংবাদিক লেগেছে — এ কথা জানিয়ে সাংসদ ভরত বলেন, 'আমি লড়াইয়ে আছি। বিশ্বাস করি বিচার হয়। নেতিবাচকতা কখনো শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না।'

এই আলোচনায় অপর বক্তা ও বিশ্লেষকদের মধ্যে ছিলেন; ১) বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-র ট্রাস্টি চেরুভু রাম কোটয়্যা, ২) সেঞ্চুরিয়ন ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর অধ্যাপক জি.এস.এন. রাজু, ৩) FAPCCI-র সভাপতি রোটেরিয়ান সি.এইচ. কিশোর কুমার, ৪) টাইমস অফ ইন্ডিয়া-র প্রধান প্রতিবেদক জি. সাম্বাসিভারাও, ৫) ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস-এর নিরীক্ষক জি. রাম মূর্তি, ৬) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আই.ভি. কাশ্যপ ৭) 'ভাইজাগ জার্নালিস্টস ফোরাম'-এর প্রাক্তন সভাপতি গাঁন্তলা শ্রিনু বাবু ৮) RMB-র ভাইস চেয়ারম্যান এল.কে. জৈন প্রমুখ। তাঁরা সাংবাদিকদের নিজেদের বিবেকের কথা মনে রাখার পরামর্শ দেন। গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যনিষ্ঠার ওপর।

বিশাখাপত্তনমের 'নভ্যঅন্ধ্র সাংবাদিক কল্যাণ সমিতি'-র সহযোগিতায় BSPS-এর আয়োজনে হয় ওই আলোচনা সভা। এর বিষয় ছিল 'গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণে নৈতিক সাংবাদিকতার ভূমিকা'। এই প্রতিবেদক ছিলেন সেই উচ্চ-পর্যায়ের আলোচনায়।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

শৈশব মানে জীবনের সেরা আনন্দ নয়, আনন্দের সেরা জীবন। তা বাকি জীবনের আনন্দের অক্সিজেন। বড় হওয়া মানে জীবন এগিয়ে যায়, আনন্দ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এজন্য জীবনে আনন্দ খুঁজে ব্যর্থ হলেই শৈশবের আনন্দ হাতছানি দেয়।

কোট-আনকোট

ছোট বাচ্চা হোক বা বোন-দিদি-মহিলা, কেউ যদি তাঁদের দিকে আঙুল তোলেন, তবে সেই আঙুল ভেঙে দিতে হবে। এই সব ক্ষেত্রে পুলিশ যা করার করবে।

শুভেন্দু অধিকারী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিশ্ব গণ্ডার দিবস উদযাপন উপলক্ষে নীলপাড়া, আলিপুরদুয়ারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ঝাড়গ্রামে বৃদ্ধাকে পুড়িয়ে হত্যা, তৃণমূল নেতা-সহ ৮ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জমি দখলের অভিযোগে বৃদ্ধাকে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় ১৩ বছর পর সাজা ঘোষণা করল ঝাড়গ্রাম আদালত। তৃণমূল নেতা গৌরাঙ্গ প্রধান-সহ আটজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন ঝাড়গ্রাম আদালত। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক অরবিন্দ মিশ্র এই সাজা ঘোষণা করেন। সাজাপ্রাপ্তরা হলেন গৌরাঙ্গ প্রধান, রাহুল মুখোপাধ্যায়, সাধন সিংহ, তাপস দাস, গৌর দণ্ডপাট, রানা প্রতাপ সিংহ, তন্ময় দাস এবং গৌরীপ্রসাদ সিংহ। আদালত প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানারও নির্দেশ দিয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত ২০১৩ সালের ২৮ মে। ঝাড়গ্রাম শহরের বেনাগেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা সাবিত্রী সরকারের প্রায় ১০ কাঠা জমি দখলের চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যরা অন্যত্র থাকতেন। অভিযোগ, জমি ছেড়ে দিতে রাজি না হওয়ায় অভিযুক্তরা সাবিত্রীর উপর চড়াও হন। এরপর তাঁর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় তাঁকে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৩১ মে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর মৃতার ছেলে সঞ্জয় সরকারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঝাড়গ্রাম থানায় মামলা রুজু হয়। প্রথমে খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক ধারায় মামলা হলেও পরে খুনের ধারা যুক্ত করা হয়। তদন্তে গৌরাঙ্গ প্রধান-সহ মোট ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। ২০১৩ সালের অগস্টে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। প্রায় পাঁচ বছর পর ২০১৮ সালের ১০ মে চার্জ গঠন করা হয়। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ায় মৃতার মৃত্যুর আগে দেওয়া জবানবন্দি-সহ মোট ১৪ জনের সাক্ষ্য ও অন্যান্য নথি-প্রমাণ আদালতে পেশ করা হয়। সেই সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সোমবার গৌরাঙ্গ প্রধান-সহ আটজনকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। মঙ্গলবার তাঁদের সাজা ঘোষণা করা হয়। মামলার ১০ অভিযুক্তের মধ্যে তারক প্রামাণিকের বিচার চলাকালীন মৃত্যু হয়। অপর অভিযুক্ত পরেশ ঘোষাকে মামলা থেকে বেকসুর খালাস করা হয়েছে। মামলার অন্যতম অভিযুক্ত গৌরাঙ্গ প্রধান ঝাড়গ্রাম পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। পরে তিনি কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দেন। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে চলা এই মামলায় অবশেষে আটজনের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হওয়ায় আদালতের রায়কে ঘিরে ফের চর্চায় এসেছে ২০১৩ সালের ওই হত্যাকাণ্ড।

নাঙ্গুলপাড়া রঘুনাথপুর সমবায় বিজেপির দখলে

নিজস্ব প্রতিবেদন আরামবাগ: পুরশুড়া বিধানসভার নাঙ্গুলপাড়া রঘুনাথপুর সমবায়ে বিজেপির বোর্ড গঠন। কৃষকের স্বার্থে কাজের বার্তা বিজেপি বিধায়কের। পুরশুড়া বিধানসভার নাঙ্গুলপাড়া রঘুনাথপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির বোর্ড গঠনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সমবায়ের মোট ১২টি আসনের সবকটিতেই বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা জয়ী হওয়ার পর তাঁদের নিয়ে নতুন বোর্ড গঠন করা হয়। ১২টি আসনেই বিজেপির প্রার্থীদের জয়কে দলের পক্ষ থেকে বড় সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

বোর্ড গঠন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। নবনির্বাচিত সকল বোর্ড সদস্য এবং সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত সদস্যদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তিনি। পাশাপাশি আগামী দিনে কৃষক ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে সমবায়কে আরও সক্রিয় ও কার্যকর করে তোলার জন্য নবগঠিত বোর্ডের প্রতি আহ্বান জানান বিধায়ক। বিমান ঘোষ বলেন, 'এই সমবায় বোর্ড কৃষকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবে।' তাঁর দাবি, কৃষকদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমবায়ের কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করার পাশাপাশি সমবায়ের ভিত শক্তিশালী করার দিকে নজর দেওয়া হবে। সমবায়ের মাধ্যমে এলাকার কৃষকদের কীভাবে আরও বেশি সুবিধা দেওয়া যায়, সেই বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানান তিনি। এদিন বিমান ঘোষ আরও বলেন, 'অতীতে সমবায় পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের আর্থিক অনিয়ম বা দুর্নীতি হয়ে থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে।' তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, নতুন বোর্ড প্রথমে সমবায়ের যাবতীয় নথিপত্র ও হিসাবপত্র অডিট করানোর উদ্যোগ নেবে। অডিটের মাধ্যমে অতীতের আর্থিক লেনদেন ও পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান তিনি। বিধায়কের অভিযোগ, বিগত দিনে যারা সমবায় বোর্ড পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের আমলে কোনও দুর্নীতি বা অনিয়ম হয়ে থাকলে তদন্তের মাধ্যমে তা সামনে আনা হবে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেন তিনি। তবে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও অনিয়মের তথ্য বা অভিযোগের নথি এদিন প্রকাশ্যে তুলে ধরা হয়নি। নতুন বোর্ড গঠনের পর সমবায়ের কাজকর্মে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং কৃষকদের স্বার্থে কার্যকর পরিষেবা দেওয়ার ওপর জোর দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। সমবায়ের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার কথাও জানানো হয়। ১২টি আসনেই বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের জয়ের পর নতুন বোর্ড গঠনে দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও উৎসাহ দেখা যায়। আগামী দিনে নাঙ্গুলপাড়া রঘুনাথপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের স্বার্থে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়, সেদিকেই এখন নজর এলাকার বাসিন্দা ও সমবায় সদস্যদের।

ভিটেছাড়া অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা, কাঠগড়ায় পুলিশ ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: টাকা পয়সা ও জমিজায়গা লিখে নিয়ে অসুস্থ বৃদ্ধ বাবাকে ভিটেছাড়া করার অভিযোগ উঠল রাজ্য সরকারি পুলিশ কর্মী ছেলের বিরুদ্ধে। এমনই অমানবিক ঘটনাটি ঘিরে তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃদ্ধ বাবা ভজন সরকার ও তাঁর স্ত্রী অনিমা সরকার বর্তমানে খোলা আকাশের নীচে একটি তাবুর নীচে বাসস্ট্যান্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভজন সরকারের গলায় টিউমার সংক্রান্ত জটিল অস্ত্রোপচারের পর তিনি বাকশক্তি হারিয়েছেন এবং নলের সাহায্যে তরল খাবার গ্রহণ করেন। এই শারীরিক অক্ষমতার সুযোগ নিয়েই তাঁর ছোট ছেলে গৌরাঙ্গ সরকার; যিনি রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে কর্মরত;প্রতারণার মাধ্যমে সমস্ত সহায়-সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নেন বলে অভিযোগ। এমনকি ব্যাংকে থাকা সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি ছলে বলে কৌশলে হস্তান্তর করে নেয় সে। অভিযোগ, কিছুদিন পরেই গৌরাঙ্গ ও তার স্ত্রী অসুস্থ শ্বশুর-শাশুড়িকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়। অসহায় দম্পতির বড় ছেলে ভরত সরকার প্রতিমা তৈরির কাজ করেন এবং সামান্য একটি ঘরে আলাদা থাকেন। ফলে কোনও উপায় না পেয়ে প্রায় দেড় মাস ধরে নবদ্বীপ ঘাট সংলগ্ন এলাকার বাসস্ট্যান্ডের এক কোণে তাবু খাটিয়ে দিন কাটাচ্ছেন এই বৃদ্ধ দম্পতি। ঘটনাটি প্রকাশ্যে প্রথম আসে স্থানীয় সমাজসেবী শুভশ্রী ভৌমিকের মাধ্যমে। তিনি দরিদ্র মানুষদের খাবার বিতরণ করতে গিয়ে বাসস্ট্যান্ডে ভজন সরকারকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পান এবং বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অবিলম্বে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে অভিযুক্ত রাজ্য সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিক। পুলিশ কর্মী ছোট ছেলের বিষয়ে ইতিমধ্যেই খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে পুলিশ।

ব্যাংক অফ বরোদা লক্ষ্মীকান্তপুর শাখা
বিজয়গড় বাজার, মন্দির বাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৩৬। ফোন: ৩৩৩০৩৩৩৫৫৫; ইমেল: lakpar@bankofbaroda.com

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, লক্ষ্মীকান্তপুর শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **১৫.০৫.২০২৬ তারিখে** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং **ঋণগ্রহীতা শ্রী সঞ্জয় সর্দার, প্রযত্নে- বিশ্বনাথ সর্দার, কামারদাহ বয়েজ স্কুলের কাছে, কামারদাহ নেতাজি পল্লী, রাজপুর সোনারপুর (এম), পোঃ- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৫০**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১০.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ২৭,০২,৫১৩.২০/- টাকা (সাতাশ লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো তেরো টাকা এবং কুড়ি পয়সা)** এবং এর উপর চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ এবং পেমেন্টের তারিখ পর্যন্ত খরচ, চার্জ ও ব্যয় পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২১ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা **১০.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, লক্ষ্মীকান্তপুর শাখার ২৭,০২,৫১৩.২০/- টাকার (সাতাশ লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো তেরো টাকা এবং কুড়ি পয়সা)** এবং এর উপর চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ এবং পেমেন্টের তারিখ পর্যন্ত খরচ, চার্জ ও ব্যয়ের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

০৩ (তিন) কাঠা ০৬ (ছয়) ছটাক কমবেশি পরিমাপের জমির উপর নির্মিত একটি (G+II) এবং আংশিক (G+I) তলা বিশিষ্ট ভবনের ১ম ফ্লোরে অবস্থিত **আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি**-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার কার্পেট এরিয়া প্রায় **৫৯২.৫৫ বর্গফুট** এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি **৬৮১.৪০ বর্গফুট**, যা মৌজা- সোনারপুর, জে.এল. নং ৩৯, আর.এস. নং ১৩, তৌজি নং ১০৯, হাল দাগ নং ১৫০২ -এর অংশ, সাবেক দাগ নং ১৫০২/২০৩৯ -এর অন্তর্ভুক্ত, সাবেক খতিয়ান নং ২৬ -এর অধীনে, হাল খতিয়ান নং ২৩৫, পাট খতিয়ান নং ১১৫৫ -এর সাথে সম্পর্কিত, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১২, হোল্ডিং নং ২৪৬, এ.পি. নগর (পশ্চিম), থানা- সোনারপুর, এডিএসআর অফিস সোনারপুর, ডিএসআর আলিপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত। **জমির সীমানা : উত্তরে :** সীমানা প্রাচীর; **দক্ষিণে :** সীমানা প্রাচীর; **পূর্বে :** সাধারণ প্যাসেজ; **পশ্চিমে :** সীমানা প্রাচীর।
ফ্ল্যাটের সীমানা : উত্তরে : খোলা জায়গা; **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** প্রবেশের ও সিঁড়ি; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে আগের নোটিশটি, যা ১০.০৯.২০২৬ তারিখে জারি করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হলো।

তারিখ : ২১.০৯.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : লক্ষ্মীকান্তপুর ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
২৭ সি রাজা এস.সি. মল্লিক রোড, পোঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, থানা যাদবপুর, কলকাতা, পিনকোড - ৭০০০৩২

সোনার গয়না নিলামের জন্য আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

নীচে বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী, ঋণগ্রহীতা(দের) দ্বারা ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে, ব্যাঙ্কের অনুকূলে বন্ধক রাখা সোনার গয়নার পাবলিক নিলামের জন্য অফার আহ্বান করা হচ্ছে। নিলামটি **২৩.১০.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে** আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রেমিসেসে পরিচালিত হবে।

ক্র নং	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা সোনার গয়নার বিবরণ	মোট ওজন (গ্রামে)	ইএমডি (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	১৬৭৭৬৭১১০০০০৩৭৪২	**শ্রী সুরজিৎ দত্ত** ৮৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, ওয়াইগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০৬৫	বালা ১ পিস	২১.৬৯	২৫,৩০২.০০	২,৫৩,০২০/-

এই নিলামটি ব্যাঙ্ক দ্বারা নির্ধারিত বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে, যার একটি কপি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, যাদবপুর শাখার নোটিশ বোর্ডে **২৩.০৯.২০২৬** থেকে ২২.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রদর্শিত হবে এবং আগ্রহী পক্ষগুলি তা দেখতে পারেন। নিলামে অংশগ্রহণকারী একজন বিডার উপরোক্ত বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত বলে গণ্য হবেন। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হলো **২৩.১০.২০২৬ দুপুর ১২.০০ টা।**

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ২৩.০৯.২০২৬ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ, বিরক্ত মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: মঙ্গলবার গুসকরা পুরসভার উদ্যোগে গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 'স্বচ্ছতাহি সেবা' কর্মসূচি নেওয়া হয়। সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে এক রোগীর আত্মীয় মন্ত্রীর কাছে চিকিৎসায় গাফিলতি, পরিজনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে রোগীর আত্মীয়কে সাথে নিয়ে গিয়ে সেই রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। সাথে সাথে নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নির্দেশ দেন, 'ঠিকমতো পরিষেবা দিন। রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুণ।' রোগীর পরিবারের অভিযোগ শুনে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন মন্ত্রী কলিতা মাজি। প্রতিমন্ত্রীকে দেখে নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, এমনকী চিকিৎসকদের বিরুদ্ধেও ভুরিভুরি অভিযোগ ওঠে। হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা নিয়েও এদিন অভিযোগ কানে আসে মন্ত্রীর। পরিদর্শন শেষে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মন্ত্রী। পরে উপস্থিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, 'সরকারি হাসপাতালে মানুষ পরিষেবা পেতেই আসেন, তাই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।' মন্ত্রীর এই আকস্মিক পরিদর্শনে হাসপাতালে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ঘাটতি মেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হাবড়ার বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁর ব্যবসায়ী বাপন সাহার বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন হাবড়ার বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল। বিধায়কের বিরুদ্ধে টাকা চাওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন ওই ব্যবসায়ী। প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করব পাল্টা দাবি ব্যবসায়ীর। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর ব্যবসায়ী বাপন সাহা ২৮ আগস্ট বনগাঁতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ তুলেছিলেন যে, হাবড়ার বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল তাঁর সম্পর্কে বনগাঁর একটি পথসভা থেকে টাকা তোলার অভিযোগ তুলেছিলেন। বাপন সাহা আরও অভিযোগ করেছিলেন, 'বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল টাকা চেয়ে একাধিকবার ফোন করেছিল। টাকা দেননি বলে দেবদাস মণ্ডল তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলেছে।' মঙ্গলবার বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে দেবদাস মণ্ডল দাবি জানিয়েছেন, 'বাপন সাহা প্রমাণ করুক আমি তার কাছে টাকা চেয়েছি। বাপন সাহা সরকারকে কালিমালিপ্ত করছে কারণ আমি একজন সরকারের বিধায়ক। তৃণমূলের আমলে বাপন সাহা একাধিক তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সেই ছবি আমার কাছে আছে।' এই বিষয়ে পাল্টা দাবি করে ব্যবসায়ী বাপন সাহা জানিয়েছেন, 'উনি যদি প্রশাসনের দ্বারস্থ হন, আমি প্রশাসনের তদন্তে সহযোগিতা করব। প্রশাসনের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। যখন চাইবে, আমি প্রমাণ তাদের কাছে দেব। আর বিধায়ক দেবদাস মন্ডল আমার দাদা হয় ওনাকে কেউ মিসগাইড করছেন বলেই আমার ধারনা।'

সংগঠন চাঙ্গা করার ডাক জেলা কংগ্রেস সভানেত্রী জুঁই বর্মনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও চাঙ্গা করার উদ্যোগ নিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস। সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন জুঁই বর্মন। মঙ্গলবার বালুরঘাট কংগ্রেস ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সভানেত্রীকে সংবর্ধনা জানিয়ে বরণ করে নেয় বালুরঘাট শহর যুব কংগ্রেস ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কিষাণ কংগ্রেস। অনুষ্ঠানে জুঁই বর্মনকে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। এদিনের এই কর্মসূচির মধ্য দিয়েই জেলা মহিলা কংগ্রেসের সাংগঠনিকভাবে মাঠে নামার প্রাথমিক পর্বেরও সূচনা হলো। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিসিসি সদস্য তীর্থঙ্কর ঘোষ, যুব নেতা সত্যজিৎ মজুমদার, বালুরঘাট শহর যুব কংগ্রেসের সভাপতি দীপঙ্কর অধিকারী, আইএনটিইউসি ব্লক সভাপতি গোপাল দত্ত-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব। দায়িত্ব নেওয়ার পরই সংগঠনকে নতুন করে সাজিয়ে তৃণমূল স্তরে শক্তিশালী করার বার্তা দিয়েছেন নবনিযুক্ত সভানেত্রী। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, 'দ্রুত পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠন করাই তাঁর প্রথম লক্ষ্য। বিগত দিনে যারা লড়াকু মুখ হিসেবে দলের জন্য কাজ করেছেন এবং আগামী দিনে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক, তাঁদেরকেই এই নতুন কমিটিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাশাপাশি জেলার সর্বস্তরের ও সর্ববয়সের মহিলাদের কংগ্রেসের পতাকাতলে এসে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সংগঠন বিস্তারের রূপরেখা তুলে ধরে তিনি জানান, প্রতিটি ব্লকে গিয়ে দলীয় কর্মীদের একজোট করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। কোনও চাটুকারিতা বা প্রলোভন নয়, বরং সমাজসেবা ও মানবিক কাজের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের মন জয় করা তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্মনির্বিশেষে যেকোনো অত্যাচারিত ও বঞ্চিত নারীর পাশে মহিলা কংগ্রেস সর্বতোভাবে দাঁড়িয়ে কাজ করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

২৬৯ বছরের ঐতিহ্য বহন করছে হিরাপুরের কর্মকার বাড়ির দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সাল ১৭৫৭। তখন বাংলার এক প্রান্তে চলছে পলাশীর যুদ্ধ। সেই সময় আসানসোল দক্ষিণের ত্রিরাটের বাসিন্দা নন্দলাল কর্মকার, স্বপ্নাদেশ পান মা দুর্গার পূজা করার। সেই অনুযায়ী তিনি ঘট প্রতিষ্ঠা করে দুর্গা পুজো শুরু করেন। কিন্তু দামোদর নদের বন্যার জেরে এলাকার অন্যান্য বাড়ির সাথে নন্দলাল বাবুর বাড়ি ভেসে যায়। তিনি সেই সময় মা দুর্গার ঘট নিয়ে চলে আসেন বার্নপুরের হিরাপুরে। এবং সেখানে তিনি দুর্গাপূজা শুরু করেন। প্রায় ৮০ বছর মা দুর্গার রূপে ঘট পুজো করা হলেও পরবর্তীকালে দেবীর মূর্তিপুজোর প্রথা চালু হয়। এইপুজোতে ছাগ বলির প্রথা থাকলেও বেশ বছর আগে থেকে তা বন্ধ হয়েছে। চালু হয় চালকুমড়ো বলি। পুজোতে ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয় খই এবং চাল গুড়ো দিয়ে তৈরি আরশে। কর্মকার বাড়ি এই দুর্গা পুজোকে ঘিরে গোটা গ্রাম চারদিন উৎসবে মেতে ওঠেন।

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড নীচে উল্লেখিত গাড়িগুলির ক্ষেত্রে একটি নিলামের আয়োজন করেছে।

বিক্রয়ের জন্য গাড়ি

১) মডেল নং - **AL_3718IL**
গাড়ির নং - **NL-01-AD-9037**
নির্মাণের বছর - ২০১৯
সংরক্ষিত মূল্য - ৯২১৮৬২.৯০১৯

২) মডেল নং - **AL_3718IL**
গাড়ির নং - **NL-01-AD-9047**
নির্মাণের বছর - ২০১৯
সংরক্ষিত মূল্য - ৯২১৮৬২.৯০১৯

৩) মডেল নং - **AL_3718IL**
গাড়ির নং - **NL-01-AD-9077**
নির্মাণের বছর - ২০১৯
সংরক্ষিত মূল্য - ৯২১৮৬২.৯০১৯

৪) মডেল নং - **AL_3718IL**
গাড়ির নং - **NL-01-AD-9057**
নির্মাণের বছর - ২০১৯
সংরক্ষিত মূল্য - ৯২১৮৬২.৯০১৯

৫) মডেল নং - **AL_3718IL**
গাড়ির নং - **NL-01-AD-9067**
নির্মাণের বছর - ২০১৯
সংরক্ষিত মূল্য - ৯২১৮৬২.৯০১৯

মেসার্স কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.-এর কাছে হাইপোথিকেশনের অধীনে এটি **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ। আগ্রহী পক্ষগুলি বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে তাদের কোটেশন জমা দিতে পারেন এখানে

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.
২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বি ব্লক, কলকাতা - ৭০০০১৬
অথবা
যোগাযোগ করুন
গৌতম সাহা - ৯৮৩৬১০৯৩১৭ /
সুমিত ভার্মা - ৯৮৭৫৪০৪৮৪৭

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
জোনাল অফিস : হাওড়া জোন
৫ বিটিএম সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(সারফায়েশি অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট.২০০২ (সারফায়েশি) -এর সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে ব্যাঙ্কের বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি ই-নিলামের জন্য রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শাখা/অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়া পরিমাণ	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি
শাখা :কেরানীচটি **অ্যাকাউন্ট - শ্রী ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু (ঋণগ্রহীতা)** **ঠিকানা :** পিতা- শ্রী গুইরাম কুণ্ডু, গ্রাম কমলাপুর, পোঃ পাঁচখুড়ি, থানা মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এর বাসিন্দা। একক মালিকানা।	শ্রী ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডুর নামে থাকা জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা এবং এডিএসআর অফিস-মেদিনীপুর, জেলা হাওড়া পিন ৭১১২০১-এ অবস্থিত জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা মৌজা-কমলাপুর, জে.এল. নং ২৫৩, আরএস খতিয়ান নং ৩০০/১-এর অন্তর্গত। পরিবর্তিত এলআর খতিয়ান নং ৬৯. আরএস এবং এলআর প্লট নং ৬৭৩, মোট এলাকা -০.৫০ একর = ৫০ ডেসিমেল (বাস্তু)। **সম্পত্তির সীমানা : উত্তরে :** ১২ ফুট কাঁচা রাস্তা দ্বারা; **দক্ষিণে :** শঙ্কর সিং দ্বারা; **পূর্বে :** প্লট নং ৬৭১ দ্বারা; **পশ্চিমে :** ভবানী সিং দ্বারা।	**২৬,৯৫,৬৭২.৫৪/- টাকা + ইউসিআই এবং এর উপর খরচ**	**দাবি নোটিশের তারিখ-** ২১-০৭-২০২৫ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ২৪-০৯-২০২৫	**সংরক্ষিত মূল্য** ১০,৯৪,০০০/- টাকা **ইএমডি** ১,০৯,৪০০/- টাকা
শাখা : সাঁতরাগাছি **অ্যাকাউন্ট : মেসার্স মতিবুর হেয়ার এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা** **শ্রী মতিবুর খান এবং শ্রীমতী রোজিনা বিবি** **ঠিকানা :** গ্রাম-কোটেবাড়, থানা- ভগবানপুর পোঃ- উত্তর কোটেবাড় পিন-৭২১৬২৬, কোটেবাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পূর্ব মেদিনীপুর।	শ্রী মতিবুর খানের নামে (দলিল নং ৪৬৬০/২০২২) জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা-ভগবানপুর, জে.এল.-১৪৫, মৌজা-কোটেবাড়-এ অবস্থিত, তৌজি-২৬২৪, আরএস নং -২১২৫, এলআর খতিয়ান নং-১৮১২, আরএস খতিয়ান নং- ১৫৮, আরএস দাগ নং-১৬২৭-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৮.৭২৬ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমি এবং এর উপর একটি একতলা আবাসিক ভবনের নিবন্ধিত বন্ধক। **সম্পত্তির সীমানা উত্তরে :** সাধারণ প্যাসেজ এবং শফিউল্লা খানের বাড়ি দ্বারা, **দক্ষিণে :** অন্যান্য জমি দ্বারা, **পূর্বে :** মিন্টু মল্লিকের বাড়ি এবং পুকুর দ্বারা, **পশ্চিমে** :মতিবুর খানের বাড়ি দ্বারা।	**১,২৯,০২,৫৩৯.৯৩/- টাকা + ইউসিআই এবং এর উপর খরচ**	**দাবি নোটিশের তারিখ-** ২৩/০৯/২০২৫ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ০৮/১২/২০২৫	**সংরক্ষিত মূল্য** ৪৯,৩৮,৫০০/- টাকা **ইএমডি** ৪,৯৩,৮৫০/- টাকা
	শ্রী মতিবুর খান এবং শ্রীমতী রোজিনা বিবির নামে (দলিল নং ৫৯৬৫/২০২২ এবং ৪২৩০/২০২১) জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা-ভগবানপুর, জে.এল. নং -১৪৫, মৌজা-কোটেবাড়-এ অবস্থিত, তৌজি নং-২৬২৪, আরএস নং -২১২৫, এলআর খতিয়ান নং-১৮১২ এবং ৩৩০০, আরএস খতিয়ান নং-৪২৯, এলআর দাগ নং ১৬৩৩/২৮৩৭ এবং ১৬৩৩-এর সাথে সম্পর্কিত আরএস দাগ নং-১৬৩৩/২৮৩৭ এবং ১৬৩৩-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৮.৬০ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমি এবং এর উপর একটি একতলা আবাসিক ভবনের নিবন্ধিত বন্ধক। **সম্পত্তির সীমানা : উত্তরে :** সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা, **দক্ষিণে :** পুকুর এবং অন্যান্য জমি দ্বারা, **পূর্বে :** মতিবুর খানের বাড়ি দ্বারা, **পশ্চিমে :** পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা।			**সংরক্ষিত মূল্য** ৫৫,১৩,৫০০/- টাকা **ইএমডি** ৫,৫১,৩৫০/- টাকা
শাখা : তারকেশ্বর **অ্যাকাউন্ট : মেসার্স সোমা এন্টারপ্রাইজ এবং শ্রী স্মৃতি কুমার নন্দী (ঋণগ্রহীতা)** **জামিনদাতাগণ : শ্রীমতী সোমা সেন এবং শ্রী ধনঞ্জয় সেন** **ঠিকানা :** গ্রাম রাজবলহাট, পোঃ রাজবলহাট, রাজবলহাট গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা হুগলি, থানা তারকেশ্বর, পিন ৭১২৪১০	শ্রী স্মৃতি কুমার নন্দীর নামে ১৯৮৩ সালের দলিল নং I-4019 এবং ১৯৯৮ সালের I-1170, পশ্চিমবঙ্গ অনুযায়ী হুগলি জেলা, রাজবলহাট ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থানা জাঙ্গিপাড়া, জে.এল. নং ০৬, মৌজা- রাজবলহাট, আরএস খতিয়ান নং ১০৫০, এলআর খতিয়ান নং ৩৪২০/২, এলআর দাগ নং ৩২৪৩(অংশ)-তে অবস্থিত প্রায় ৩.০০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির একটি প্লটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **সম্পত্তির সীমানা উত্তরে :** দীনবন্ধু ভরের ভবন দ্বারা; **দক্ষিণে :** গৌর মোহন নন্দীর ভবন দ্বারা; **পূর্বে :** পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা; **পশ্চিমে :** লাল চাঁদ নন্দীর ভবন দ্বারা।	**২২,০০,৯০৮.৬৬/- টাকা + ইউসিআই এবং এর উপর খরচ**	**দাবি নোটিশের তারিখ-** ২০-০৭-২০২৪ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ০৩.০৬.২০২৫	**সংরক্ষিত মূল্য** ৩১,৮৩,০০০/- টাকা **ইএমডি** ৩,১৮,৩০০/- টাকা
শাখা : উত্তরপাড়া **অ্যাকাউন্ট : অসিত অগস্তি** **ঋণগ্রহীতা :প্রয়াত অসিত অগস্তি এবং** **সহ-ঋণগ্রহীতা : প্রয়াত শঙ্খ অগস্তি** **আইনি উত্তরাধিকারী : শ্রীমতী শম্পা অগস্তি এবং প্রয়াত অসিত অগস্তি এবং প্রয়াত শঙ্খ অগস্তির অন্য কোনো আইনি উত্তরাধিকারী** **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২০৪, ২য় ফ্লোর, মেঘনা টাওয়ার, ১৯ শিবতলা লেন, পো - ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলি - ৭১২২৩২	উত্তরপাড়া-কোতরং মিউনিসিপ্যালিটির ১০ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, পিন-৭১২২৩২, পশ্চিমবঙ্গ, জেলা হুগলি, থানা উত্তরপাড়া, পোঃ ভদ্রকালী, হোল্ডিং নং ১৯, শিবতলা লেনে অবস্থিত, এল.আর দাগ নং ১৫৪৪, আর.এস এবং এল.আর খতিয়ান নং ৩৭২০, আর.এস দাগ নং ৮৮২/৪১৬৭, সি.এস খতিয়ান নং ১২৫৭, সি.এস দাগ নং ৮৮২, তৌজি নং ১৯, জে.এল. নং ৯, মৌজা ভদ্রকালী-তে অবস্থিত, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ সহ কমবেশি ৮০৪ বর্গফুট পরিমাপের "মেঘনা টাওয়ার" ভবনে, ২য় ফ্লোরে (উত্তর-পূর্ব দিকে), একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০৪-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **সম্পূর্ণ ভবনের সীমানা উত্তরে-** সোমেশ চন্দ্র সরকারের সম্পত্তি দ্বারা, **দক্ষিণে-** বহুতল ভবন দ্বারা, **পূর্বে-** মিউনিসিপ্যাল রাস্তা দ্বারা, **পশ্চিমে-** মনোরঞ্জন দাসের সম্পত্তি দ্বারা। **ফ্ল্যাটের সীমানা উত্তরে -** গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্যাসেজ, **দক্ষিণে -** ফ্ল্যাট নং ১০৩, **পূর্বে -** গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্যাসেজ এবং তারপরে মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, **পশ্চিমে-** সিঁড়ি এবং ল্যান্ডিং।	**১২,১০,১৪২.৯৮/- টাকা + ইউসিআই এবং এর উপর খরচ**	**দাবি নোটিশের তারিখ-** ০২.১২.২০২৫ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ০৪.০৮.২০২৫	**সংরক্ষিত মূল্য** ১৭,৮০,০০০/- টাকা **ইএমডি** ১,৭৮,০০০/- টাকা

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ০৯.১০.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
পরিদর্শনের জন্য অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করুন

নিয়ম ও শর্তাবলী

(১) নিলাম বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র **https://BAANKNET.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে **"অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং"** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ এবং সময় ০৯.১০.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত, এরপর প্রতিটিতে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে, অর্থাৎ যদি শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে একটি বৈধ বিড পাওয়া যায়, তবে নিলামটি আরও ১০ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে।** শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না আসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে এক ধাপ উপরে থেকে নিলাম শুরু হবে। **বিডাররা তাঁদের অফার ১০,০০০/- টাকার (দশ হাজার টাকা মাত্র) গুণিতকে বাড়াবেন। আগ্রহী পক্ষগুলি ২৩.০৯.২০২৬ থেকে ০৮.১০.২০২৬ তারিখের মধ্যে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত সাইটে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।**
(৩) **ইচ্ছুক বিডারদের https://BAANKNET.com পোর্টালে তাঁদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাঁদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে।** সম্ভাব্য বিডাররা উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের মোড এবং অনুসরণ করা অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি খুঁজে পেতে পারেন। যেকোনো প্রশ্নের জন্য ইচ্ছুক বিডাররা **শ্রী নীহার রঞ্জন কুয়ার- মোবাইল ৭০০৮৩৭৩৪২৬ বা শ্রী অভিষেক দোলুই- মোবাইল ৮২৭৬৮০৩৫১৩-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**
(৪) বিডারদের নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতা আগে থেকেই সম্পূর্ণ করতে হবে যেমন :
ক) বিডার/ক্রেতার নিবন্ধন বিডারকে মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল আইডি ব্যবহার করে ই-অকশন পোর্টালে **https://BAANKNET.com** নিবন্ধন করতে হবে।
খ) কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন বিডারকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। কেওয়াইসি নথিগুলি ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা ভেরিফাই করা হবে (২ দিন সময় লাগতে পারে)।
গ) গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ ট্রান্সফার ই-অকশন পোর্টালে জেনারেট করা চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ট্রান্সফার ব্যবহার করে ফান্ডের অনলাইন/অফলাইন ট্রান্সফার। সম্ভাব্য বিডাররা বিস্তারিত জানার জন্য **https://BAANKNET.com** ভিজিট করতে পারেন।
(৫) অনলাইনে জমা দেওয়া এনক্লোজার সহ বিড ফর্মের একটি কপি **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোনাল অফিস, ৫, বি.টি.এম. সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১-এ পাঠাতে হবে অথবা এর সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে ARD.Howrah@bankofindia.bank.in-এ পাঠাতে হবে যাতে তা ০৯.১০.২০২৬ তারিখের আগে পৌঁছায়।**
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পদগুলি **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "বিনা শর্তে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক বিডারদের তাঁদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে রাখা সম্পত্তির টাইটেল এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া পাওনা, ফিজিক্যাল দখল নেওয়ার ক্ষেত্রে জড়িত সময় এবং খরচ (প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তিগুলির জন্য) সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। সম্পত্তি কর, এনার্জি চার্জ ইত্যাদি সহ সমস্ত জমে থাকা সংবিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকে বহন করতে হবে। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া/দায়বদ্ধতা এবং ফিজিক্যাল দখল নেওয়ার ক্ষেত্রে জড়িত কোনো বিলম্ব, খরচ এবং/বা আইনি সমস্যার জন্য (প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তিগুলির ক্ষেত্রে) কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
(৭) উপরের তফসিলে উল্লেখিত বিবরণগুলি অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের সেরা তথ্য অনুযায়ী বলা হয়েছে। এই পাবলিক নোটিশে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
(৮) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। ইচ্ছুক বিডারদের **https://BAANKNET.com**-এ প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে বর্ণিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা করতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিবরণ উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৯) **ইচ্ছুক বিডারদের নিলামের তারিখের অনেক আগে উপরোক্ত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করার পাশাপাশি ইএমডি পরিমাণ জমা করতে হবে, কোনো অবস্থাতেই ০৯.১০.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.০০ টার পরে নয়।**
(১০) **সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিড গ্রহণের সাথে সাথেই অর্থাৎ একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয়, ইতিমধ্যেই প্রদান করা ইএমডি সহ বিড পরিমাণের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, এটি করতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ বিডারকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির সফল বিডার/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি আইনত বিড করার যোগ্য হন।**
(১১) **বিড/ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় বিড গ্রহণ/নিশ্চিতকরণের ১৫ দিনের মধ্যে (ব্যাঙ্কিং সময়কালে) বা তার আগে প্রদেয় হবে। সফল বিডার দ্বারা অর্থ প্রদানে খেলাপি হওয়ার ক্ষেত্রে বিডারের দ্বারা ইতিমধ্যে জমা করা পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক সম্পত্তির নতুন নিলাম পরিচালনা করতে স্বাধীন থাকবেন এবং খেলাপি ক্রেতা/বিডারের সম্পত্তিতে বা প্রদত্ত কোনো অর্থে বা সম্পত্তির যে অংশের জন্য সম্পত্তিটি পরবর্তীতে বিক্রি হতে পারে তার কোনো দাবিতে বাজেয়াপ্ত করা হবে।**
(১২) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডারের নামে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং এরপর বিক্রয়টি সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।
(১৩) অসফল বিডারের ইএমডি কোনো সুদ/খরচ/চার্জ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে।
(১৪) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা বাতিল করার এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় স্থগিত/পিছিয়ে দেওয়া/বাতিল করার বা বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
(১৫) সফল বিডার/ক্রেতাকে কনভেন্স ডিড, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ কর, যদি থাকে, তার জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৬) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অধীনে লোনের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের পনেরো দিনের নোটিশও বটে।
(১৭) আরও বিশদ বিবরণ ডাউনলোড করার জন্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন **www.bankofindia.bank.in**

স্থান : কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ : ২৩.০৯.২০২৬ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন**

অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে বঞ্চিত যোগ্য মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির দাবি

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত যে সমস্ত যোগ্য মহিলা কোনও কারণবশত অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে যোজনার আওতায় আনার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে লেখা চিঠিতে সাংসদ উল্লেখ করেছেন, বহু যোগ্য মহিলা বারবার আবেদন করেও অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাননি। বাদ পড়া মহিলাদের আবেদনপত্রের আইডি ও তালিকা চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত করে দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন তিনি। সাংসদের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার বঞ্চিত মহিলারা। কোতুলপুরের মনিকা খাঁ বলেন, '২০ জন মিলে আবেদন করেছিলাম, বিডিও অফিস থেকে অনলাইন সব জায়গায় ঘুরেছি, একবারও পাইনি। সাংসদ আমাদের হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ।'

একই সঙ্গে রেণুকা রায়, রুমা নন্দী ও অর্পিতা পালদের বক্তব্য, 'ব্যস্ততার মধ্যেও সাংসদ আমাদের কথা ভেবেছেন, এটা প্রশংসনীয়। আমরা আশাবাদী, এবার যোগ্য মহিলারা বিচার পাবেন।'

বিনা চিকিৎসায় জোড়া রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

কাঠগড়ায় মেমারি গ্রামীণ হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: চিকিৎসায় চরম গাফিলতি ও বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখার ফলে দুই রোগীর মৃত্যুর অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মেমারী গ্রামীণ হাসপাতাল। সোমবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা পরিকাঠামো নিয়ে চরম ক্ষোভ ছড়ায় মৃতের পরিজনদের মধ্যে। খবর পেয়ে মেমারী থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ঘটনাটি ঘটে মেমারীর হরিরামপুরের বাসিন্দা ৩৭ বছর বয়সী সোনাতন মান্ডির ক্ষেত্রে। মারাত্মক বুকে ব্যাথা নিয়ে সোমবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ তাঁকে মেমারী গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বেলা ১০টা নাগাদ তাঁর শারীরিক যন্ত্রণার মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ে। রোগীর পরিবারের অভিযোগ, এই সময় চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেলে তাঁদের এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ঘুরিয়ে ব্যাপক হয়রানি করা হয়। পরিবারের দাবি, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত রোগীকে কার্যত কোনও উপযুক্ত চিকিৎসা না দিয়ে শুধু স্যালাইন ও ইনজেকশন দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়লে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্থানান্তরের কথা বলে, কিন্তু তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সোনাতন বাবুর মৃত্যু হয়। স্বজনহারা পরিবারের অভিযোগ, চরম গাফিলতির কারণেই সোনাতনের এই অকালমৃত্যু। এই মর্মে তাঁরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, মেমারীর মতো এত বড় অঞ্চলের মানুষ যেখানে এই হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও চিকিৎসকদের দায়িত্বশীল হওয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে অন্য কোনো পরিবারকে এভাবে প্রিয়জনকে হারাতে না হয়।

অন্যদিকে, পারিবারিক অশান্তির জেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন মেমারী দেবীপুরের বাসিন্দা তাপস ঘটক (৬০)। দুপুর ১টা নাগাদ তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বিকেল ৪টে নাগাদ চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত বৃদ্ধের পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কোনো ইনজেকশন বা স্যালাইন কিছুই দেওয়া হয়নি, টানা দুই ঘণ্টারও বেশি সময় তাঁকে বেডে ফেলে রাখা হয়েছিল। জোড়া মৃত্যুর খবর ছড়াতেই সোমবার সন্ধ্যায় মেমারী গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর দেহ দুটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ঘটনা প্রসঙ্গে মেমারী গ্রামীণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'মৃতদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ জমা পড়লে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

মেমারিতে শতরূপের সভা বাতিলে হাইকোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মেমারীর সাতগেছিয়া বাজারে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ২২শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল সিপিআইএম নেতা শতরূপ ঘোষের। সেই মতো গত ৭ই সেপ্টেম্বর মেমারী থানায় সভার অনুমতি চেয়ে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র জমা করা হয়। কিন্তু নজীর বিহীনভাবে গত ২১শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর মেমারী থানার পুলিশের পক্ষ থেকে বাম নেতৃত্বের কাছে সভা বাতিল সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি পৌঁছায়। সভা বাতিল হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন সিপিআইএম নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। এরপর মঙ্গলবার সকালে মেমারীর কালীতলা দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা প্রাক্তন বাম বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জী। সাংবাদিক বৈঠক থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে, তিনি বলেন, 'ফের পুলিশ দলদাস হিসেবে কাজ করছে। সাতগেছিয়ায় পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শতরূপ ঘোষের সভা থাকলেও সেই সভার অনুমতি দেওয়া হয়নি। উপরন্তু সাতগেছিয়ার নির্ধারিত সভাস্থল থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরে সেখানে সভার জন্য পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়। ইতি পূর্বে বৃন্দা কারাত, গৌতম দেব-সহ একাধিক সিপিআইএম নেতৃত্বের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সাতগাছিয়ার এই বাজারে। কিন্তু নজির বিহীনভাবে পুলিশ জনবহুল এলাকা এবং নিরাপত্তার দোহাই দেখিয়ে এই সভা বাতিল করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত অপমানজনক এবং হতাশ হয় সিপিআইএম নেতৃত্ব।' এর পরই হুঁশিয়ারির সুরে জানানো হয়, বিষয়টি দলীয় নেতৃত্বের কাছে জানানো হয়েছে এবং পুলিশকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে অনুমতি নিয়ে এসে পূর্ব নির্ধারিত সাতগেছিয়া বাজারে শতরূপ ঘোষের উপস্থিতিতে সভা করা হবে।

লুডোর আসরেই খুন প্রৌঢ়, ধৃত প্রতিবেশী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: একটু সময় কাটানোর জন্য বসেছিল লুডুর আসর। কে জানত, সেই খেলাই ডেকে আনবে এমন মর্মান্তিক পরিণতি! সামান্য বচসা থেকে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ, আর তার পরেই কোদালের আঘাতে প্রাণ গেল ৬৫ বছরের প্রৌঢ়ের। বসিরহাটের মিনাখাঁর পুটখালিতে এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। রাতেই অভিযুক্ত প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বসিরহাটের মিনাখাঁ থানার পুটখালি এলাকায় লুডু খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর হাতে এক প্রৌঢ়ের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। মৃতের নাম পরাণ মণ্ডল (৬৫)। ঘটনায় অভিযুক্ত সমীর মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে মিনাখাঁ থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তার পাশে বসে পরাণ মণ্ডল ও সমীর মণ্ডল লুডু খেলছিলেন। অভিযোগ, দু'জনেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। খেলা চলাকালীন কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। ধীরে ধীরে সেই বচসা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এরপর সমীর মণ্ডল কোদাল নিয়ে পরাণ মণ্ডলের মাথার পিছনে আঘাত করেন। গুরুতর জখম হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান পরাণবাবু। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দ্রুত মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। রাতেই অভিযুক্ত সমীর মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

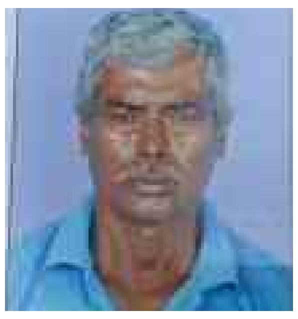

অগ্নিদগ্ধ তৃণমূল যুবনেতার স্ত্রীর দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: বাড়ির ভিতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার তৃণমূল যুবনেতার স্ত্রীর দেহ। মঙ্গলবার সকালে জামুড়িয়ার কেন্দা ফাঁড়ির সোনপুর গ্রামের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম পম্পা মণ্ডল (৪০)। বাড়ির ভিতর থেকেই তাঁর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন, মৃত্যু কি আত্মহত্যা, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে সোনপুর গ্রামের শ্বশুরবাড়ি থেকে পম্পা মণ্ডলের দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে মৃতার স্বামী নরোত্তম মণ্ডল ওরফে নিতাইকে আটক করেছে পুলিশ। নরোত্তম মণ্ডল পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি। দলের অন্দরে তিনি পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি নরেন চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। পম্পার বাপের বাড়ি আসানসোলের সালানপুর থানার সামডি গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনের পর নরোত্তম দীর্ঘদিন এলাকা ছাড়া ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ভোট-পরবর্তী হিংসা, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কয়েক দিন জেল হেপাজতে থাকার পর বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত ছিলেন। এ দিন সকালে তাঁর বাড়ি থেকেই স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। ঠিক কীভাবে পম্পার মৃত্যু হল? আগুন কী ভাবে লাগল? ঘটনাটি আত্মহত্যা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অন্নপূর্ণার টাকা না মেলায় বিকনায় রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা দ্রুত অ্যাকাউন্টে না ঢুকলে এই রাস্তাতেই তারা পড়ে থাকবেন। সোমবার হাতে আধার ও ভোটার নিয়ে এভাবে সরব হন কয়েকশো মহিলা। বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে পাঁচ মাস ধরে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পাওয়ায় বিক্ষোভ দেখান বিকনা এলাকার মহিলারা। মহিলাদের রাস্তা অবরোধে জেলার গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। কৌতুহলি জনতার ভিড় জমে যায়। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পুলিশের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের বোঝানো হয়। তারা এদিন পথ অবরোধ তুলে নিলেও অবিলম্বে টাকা না পেলে তারা পথ অবরোধে অনড় থাকবে। ডোকরা শিল্পী মালতি কর্মকার, অনামিকা রানা ও মনসা কর্মকার, দিনমজুর সনাতনী বাউরি ও ঝর্না রায় জানান, তাদের স্থায়ী কোন আয় নেই। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য একবার অফলাইন এবং একবার অনলাইন আবেদন করেছেন। এজন্য প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে বহুবার আবেদন করেছেন। তাতেও এখন পর্যন্ত পাঁচ মাস অন্নপূর্ণার টাকা পাননি তাঁরা। তাই বাধ্য হয়েই পথে নেমেছেন। এতেও কাজ না হলে আরও বড় আন্দোলনে নামবেন। আন্দোলনকারীদের অনেকের বক্তব্য, তাদের অনেকে বাঁকুড়া শহরের বাজারে বা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে শামুক, কলমি-কুলেখাড়া- শুশনি ও পাকা তাল বিক্রি করি। তারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেতেন। তাদিয়ে কোন রকমে সংসার চলত। এখন তারা সমস্যায় পড়েছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস দিলে রাস্তা অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

মঙ্গলবাড়িতে বিজেপির বুথ সভাপতির ওপর হামলা

তৃণমূল নেতা-সহ ধৃত ১২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজনৈতিক বিবাদকে ঘিরে বিজেপি এবং তৃণমূলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নলডুবি এলাকা। অভিযোগ, সোমবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় মঙ্গলবাড়ি অঞ্চলের বিজেপির বুথ সভাপতি মিলন ঘোষের ওপর স্থানীয় তৃণমূল নেতা রিপন বর্মন দলবল নিয়ে হামলা চালায়। সেই সময় হামলাকারীরা হাঁসুয়া দিয়ে ওই বিজেপি নেতাকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ। দলের এলাকার বুথ সভাপতিকে মারধর করার বিষয়টি জানতে পেরে কয়েকজন বিজেপি কর্মীরা ছুটে যান। কিন্তু তাদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। পালটা এই ঘটনার পর ক্ষিপ্ত বিজেপি কর্মীরা জড়ো হয়ে অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতার বাড়িতে ঢুকে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এদিন গভীর রাত পর্যন্ত হামলা ও পাল্টা হামলার ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই হামলার ঘটনার খবর পেয়ে পুরাতন মালদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। রাতেই ওই তৃণমূল নেতা রিপন বর্মন-সহ মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি আহত মিলন ঘোষ-সহ মোট পাঁচজনকেই চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, মিলন ঘোষ-সহ তিনজনের অবস্থা সংকটজনক। মঙ্গলবার নলডুবি এলাকার সকাল থেকে ছিল থমথমে পরিবেশ। সেখানে সারাদিন ধরেই পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত বিজেপি নেতার নাম মিলন ঘোষ (৩৮)। তিনি মঙ্গলবাড়ি অঞ্চলের বুথ সভাপতি রয়েছেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। বাকি আহতদের নাম পবন ঘোষ, প্রদীপ ঘোষ, সিকিল ঘোষ, প্রসেনজিৎ ঘোষ। প্রত্যেকের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। তবে মিলন ঘোষের মাথায় হাঁসুয়ার কোপ রয়েছে। আক্রান্ত বিজেপি নেতা মিলন ঘোষের আত্মীয় অনিল ঘোষ বলেন, 'এলাকার তৃণমূল নেতা রিপন-সহ তার দলবল এই এলাকায় তোলাবাজি, সন্ত্রাস, ভয়ভীতি পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। রাজ্যে সরকার ক্ষমতার পরিবর্তন হতেই এইসব গুন্ডামী দূর করার জন্য প্রতিনিয়ত মিলন ঘোষ এলাকার মানুষদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন এবং সপ্তাহে নানান ধরনের আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছিল। এটা ওইসব তৃণমূল সন্ত্রাসীদের সহ্য হচ্ছিল না। এদিন রাতে যখন মিলন বাড়ি ফিরছিল তখন অন্যায় ভাবে মিলন এবং তার আরও চার ভাইয়ের ওপর হামলা চালিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়।'

এদিকে এদিন পুরাতন মালদা থানা থেকে আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত তৃণমূল নেতা রিপন বর্মন জানিয়েছে, 'আমাদের কোনও দোষ ছিল না। ওরাই গত মে মাস থেকেই আমাদের ওপর অত্যাচার করে যাচ্ছে। এদিন প্রথমে আমার গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং বাড়িতে হামলা চালানো হয়। মহিলাদেরকেও মারধর করা হয়। তারই প্রতিবাদ করেছিলাম কিন্তু ওরা আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।'

নন্দীগ্রামের কংগ্রেস নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: নন্দীগ্রামের কংগ্রেস নেতা মিলন প্রধানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে অণ্ডাল থানায় ডেপুটেশন দিল কংগ্রেস। মঙ্গলবার অণ্ডাল ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা থানায় গিয়ে পুলিশের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। মিলন প্রধানকে গ্রেপ্তারের কারণ এবং তাঁর বিরুদ্ধে থাকা মামলা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্তের দাবি জানানো হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণেই মিলন প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী তদন্ত ও পদক্ষেপ করার অধিকার পুলিশের রয়েছে। তবে কোনও রাজনৈতিক কর্মীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেনস্থা করা হলে তার প্রতিবাদ করা হবে। সেই প্রতিবাদের অংশ হিসেবেই এদিন থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে বলে জানায় কংগ্রেস। ডেপুটেশন কর্মসূচিকে ঘিরে অণ্ডাল থানার সামনে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগ ও মামলার স্বচ্ছ তদন্ত করতে হবে। পাশাপাশি, তাঁর গ্রেপ্তারের পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়। অন্যদিকে, পুলিশের বক্তব্য, অভিযোগ ও তদন্তের ভিত্তিতেই আইনানুগ পদক্ষেপ করা হয়েছে। গোটা বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ এবং তদন্তের পরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রয়াত যাত্রা-নির্দেশক রামরেণু কর্মকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রয়াত হলেন অ্যামেচার যাত্রা জগতের কিংবদন্তি নায়ক, খলনায়ক তথা যাত্রার নির্দেশক ও পরিচালক রামরেণু কর্মকার। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭ টায় ৭৮ বছরে দুর্গাপুর ডিএসপি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলতে চলতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ছিলেন। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের প্রাক্তন কর্মী রামরেণু কর্মকারের বাড়ি বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার নন্দনপুর গ্রামে। সম্প্রতি তিনি দুর্গাপুরে ছেলের কাছে থাকছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাঁকুড়া দুর্গাপুর এলাকা থেকে গুণমুগ্ধরা হাসাপাতালে পৌঁছে যান। কান্নায় ভেঙে পড়েন অগণীত যাত্রাশিল্পী। রামরেনু কর্মকার গত ৬০ বছর ধরে অ্যামেচার যাত্রার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাঁর অভিনয় ও ডিরেকশন দেখে কলকাতার যাত্রা পাড়ার কিংবদন্তি পালাকার প্রয়াত ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, চিৎপুর যাত্রা পাড়ার অভিনেতা শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল সিংহ, বর্ণালী ব্যানার্জী, ইন্দ্র লাহিড়ী, রাজেশ ভট্টাচার্যরা বাঁকুড়ায় এলেই তাঁকে ডেকে নিতেন। ৬০ বছর আগে তিনি দুর্লভপুর শ্যামা নাট্য সংস্থা নামে একটি অ্যামেচার যাত্রাদল তৈরি করেন। যে দলটি গোটা বাঁকুড়া জেলা ছাড়িয়ে পশ্চিম বর্ধমান ও পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে অভিনয় করিয়েছেন। তাঁর সহকর্মী প্রবীণ যাত্রাশিল্পী সবিতবরণ মুখার্জি বলেন, 'উত্তর বাঁকুড়ার এমন কোনও গ্রাম নেই যে গ্রামে তিনি যাত্রার নির্দেশক হিসেবে কাজ করেননি। তাঁর হাতে তৈরি যাত্রার অভিনেতা অনুপ গোস্বামী, কাঞ্চন ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ ঘোষ, সজল দাস, স্নেহাশিস পান্ডে, পবিত্র ঘোষ। এঁদের কারো বাড়ি গঙ্গাজলঘাটি তো কারো বাড়ি মেজিয়া বা শালতোড়া কিম্বা বড়জোড়া থানায়। তাঁর দেখানো নির্দেশনা শিখে এনারা কেউ ভালো অভিনেতা কেউ ভালো নির্দেশক বা পরিচালক। তাদের কথায় রামরেণু কর্মকারের মৃত্যু মানে গ্রামীণ যাত্রা জগতে নক্ষত্র পতন। তারা আপনজন হারানোর বেদনায় কাতর কণ্ঠে বলেন, 'কিছু মানুষ আছেন তাঁদের ভালোবাসা, স্নেহ, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকেন। রামরেণু কর্মকার ছিলেন তেমনই একজন স্নেহশীল আপনজন।' সবিতবরণ মুখার্জি বলেন, 'শত দুঃখের মাঝে থাকলেও তাঁর হাসিটি অমলিন থাকতো।' বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিষেক বিশ্বাস বলেন, 'রামরেনু বাবু চলে যাওয়ায় জেলা সাংস্কৃতিক জগতের বিশাল ক্ষতি হল।'

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু মাছচাষির

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: মোটর ভ্যান ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন এক বাইক চালক। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান-শ্যামসুন্দর রাস্তার আহ্লাদীপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সজল চক্রবর্তী (৪৫)। তিনি রায়না থানার বাজিতপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পেশায় মাছ চাষি সজলবাবু এলাকার পরিচিত সমাজসেবী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ব্যবসার কাজে বাইরে বেরিয়েছিলেন সজলবাবু। কাজ সেরে বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে বিপত্তি। আহ্লাদীপুর বাজারের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটর ভ্যানের সঙ্গে তাঁর বাইকের মুখোমুখি ধাক্কা হয়। ধাক্কার তীব্রতায় বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে গিয়ে গুরুতর চোট পান তিনি। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত পৌঁছায় রায়না থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাস্থল থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর থেকেই বাজিতপুর গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘাতক মোটর ভ্যানটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং চালককেও আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক জল সপ্তাহ পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আন্তর্জাতিক জল সপ্তাহ পালন শুরু হল বাঁকুড়ায়। মঙ্গলবার বাঁকুড়া সদর শহর এবং এই মহকুমার আঁচুড়ি, বেলিয়াতোড় ও মাকুড়গ্রামে বৃষ্টির জল খাল, বিল ও পুকুরে ধরে রাখা এবং পরিকল্পিত ভাবে জল ব্যবহার করে অপচয় রোধ করার আবেদন জানিয়ে প্রচার চালায় পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস। এই সংস্থার বক্তব্য দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে জল সমৃদ্ধ ও সবুজ ভারত গড়ে তুলতে হবে। এনিয়ে তারা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে চলেছে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রচার তারা চালাবেন। তাদের বক্তব্য, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবিষয়ে সার্বিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি বর্তমান রাজ্য সরকারও জল সুরক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছেন।

ফেরিঘাটে পচা দুর্গন্ধে চরম দুর্ভোগ, পরিষ্কারের সময় বেঁধে দিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গঙ্গার কচুরিপানায় আটকে থাকা পচা গবাদি পশুর মৃতদেহ থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে দীর্ঘ দিন। দীর্ঘ এক মাস ধরে নসরতপুর ফেরিঘাটের জেটিঘাট এলাকায় জমে থাকা এই পচা গন্ধের কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। অবশেষে মঙ্গলবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মাঠে নামেন পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার। ঘাটের বেহাল অবস্থা দেখে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ঘাট কর্তৃপক্ষকে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুরো এলাকা পরিষ্কার করার সময় সীমা বেঁধে দেন তিনি। স্থানীয় সূত্রের খবর,গত প্রায় এক মাস ধরে ফেরিঘাটের জেটিঘাটের নিচে বিপুল পরিমাণ কচুরিপানা আটকে রয়েছে। উজান থেকে ভেসে আসা গবাদি পশুর মৃতদেহ সেই কচুরিপানার মধ্যে আটকে পচতে শুরু করায় গোটা এলাকায় এক নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলকে বারবার জানিয়েও ঘাট পরিষ্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার সকালে আচমকাই নসরতপুর ফেরিঘাট পরিদর্শনে যান বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার। পুরো এলাকা সরেজমিনে ঘুরে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি জানান, 'পবিত্র গঙ্গা নদীপথ দিয়ে সাধারণ মানুষকে এভাবে দুর্গন্ধের মধ্যে পারাপার করতে হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' ঘাট কর্তৃপক্ষকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে বিধায়ক বলেন, 'আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঘাট সম্পূর্ণ পরিষ্কার না করা হলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ না হলে সাধারণ যাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে নদী পারাপারের ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন।

অতিবৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: অতিবৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি, বিপাকে পরিবার। চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের মহেশপুর গ্রামের পূর্বপাড়ার বাসিন্দা আসফাকুল্লা খান (নোমান)। পেশায় গাড়ি চালক। বৃষ্টির কারণে বাড়ির মাটি আলগা হয়ে যাওয়ায় মঙ্গলবার হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির একাংশ। ঘটনায় সমস্যায় পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

হুগলি জেলায় অন্নপূর্ণা-অমিলে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যে পালাবদল ও বিজেপি ক্ষমতাসীন হলেও, অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে প্রতিশ্রুতি পালন করেনি সরকার। বিধানসভা ভোটে অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে মহিলাদের মাসিক তিন হাজার টাকা ভাতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। সরকার গঠনের পাঁচ মাসের মাথায় এমনই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন হুগলি জেলায় গ্রামে-শহরে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা না পাওয়া মহিলারা। যদিও বিজেপির দাবি, যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের নথিপত্র খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। সবাই পাবেন। তবে একটু সময় দিতে হবে। পোলবার সুগন্ধা পঞ্চায়েত অফিসে তালা মেরে বিক্ষোভ বিজেপির মহিলা কর্মীদের। বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মীদের অভিযোগ, গত তিন মাস ধরে তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাননি। তাই পঞ্চায়েতে তালা মেরে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। চুঁচুড়ার বিধায়কের কাছেও গিয়েছিলেন, তার পরেও অন্নপূর্ণার টাকা পাচ্ছেন না।

দিল্লিতে পুলিশ সেজে নাবালিকাকে গণধর্ষণ

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: সপ্তাহখানেক আগেই এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে খুনের ঘটনা ঘটেছে দিল্লিতে। এমনকি নাবালিকার দেহ কুকুরে খেয়েও ফলে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের রাজধানীতে নারী নির্যাতনের ঘটনা। দিল্লিতে ফের গণধর্ষণ। এবার পুলিশ সেজে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল দেশের রাজধানীতে। ফলে আবারও প্রশ্ন উঠছে দিল্লির নিরাপত্তা নিয়ে।

উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই ১৭ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় উত্তাল হয়েছে দিল্লি। প্রথমে এক নাবালক ধর্ষণ করে। পুলিশের ভয় দেখায় নাবালিকা, তারপরই গণধর্ষণ। শেষে ছুরির কোপ মেরে খুন করে দেহটি খেতের মধ্যে ফেলে টেম্পোয় চেপে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। পরে খেত থেকে যখন দেহ উদ্ধার হয়, দেখা যায় দেহের অনেকটা অংশ খেয়ে নিয়েছে কুকুরে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ফের গণধর্ষণ রাজধানীতে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার গণধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে ইসকনের কালকাজি মন্দিরের পাশে পার্কে। ১৭ বছর বয়সি নির্যাতিতা জানিয়েছে, সন্ধে সাতটা নাগাদ এক বন্ধুর সঙ্গে মন্দিরে গিয়েছিল সে। পুজো দিয়ে বেরিয়ে সাড়ে সাতটা নাগাদ মন্দিরের পাশে থাকা পার্কে যায় দু'জনে। সে সময়েই পুলিশের পরিচয় দিয়ে তিন ব্যক্তি হাজির হয় ওই পার্কে। নির্যাতিতা এবং তার বন্ধুকে ভয় দেখায় ওই তিন ব্যক্তি। তারপর বন্ধুকে আটকে রেখে তিনজন গণধর্ষণ করে নাবালিকাকে। ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ধরে চলে নারকীয় নির্যাতন।

সোমবার রাতেই নির্যাতিতা পুলিশে ফোন করে গোটা ঘটনাটি জানান। মেডিক্যাল পরীক্ষার পর নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করে অভিযোগ দায়ের হয়। ঘটনার পরই তদন্তে নামে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অপরাধীদের শনাক্ত করার কাজ শুরু হয়। মঙ্গলবার সকালে এক অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা করে পুলিশ। সে তখন পুলিশকে লক্ষ্য করেই পালটা গুলি চালায়। খানিকক্ষণ গুলির লড়াইয়ের পর অবশেষে অভিযুক্তকে ধরা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের বয়স ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। পকসো আইনে দায়ের হয়েছে অভিযোগ।

জামুই শ্লীলতাহানি-কাণ্ড

'এনকাউন্টারে' গুলিবিদ্ধ মূল অভিযুক্ত

পাটনা, ২২ সেপ্টেম্বর: পুলিশের সঙ্গে 'এনকাউন্টারে' গুলিবিদ্ধ বিহারের জামুইয়ে শ্লীলতাহানি এবং হেনস্থার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নন্দন যাদব। ঘটনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, নন্দনের পায়ে গুলি লেগেছে। তবে অভিযুক্তের কোথায় হদিস মিলেছে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। সূত্রের খবর, অভিযুক্তকে ধরতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সে। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশও। তখনই গুলিবিদ্ধ হয় অভিযুক্ত। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১৯ সেপ্টেম্বর এক কিশোর এবং কিশোরী ওই দিন টিউশন শেষে স্কুটার নিয়ে স্থানীয় মারওয়া পাহাড়ে ঘুরতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে তাদের পথ আটকে দাঁড়ায় একদল যুবক। প্রথমে তাদের নানা রকম প্রশ্ন করা হয়। তার পর শুরু হয় মারধর। কাকুতিমিনতি করেও ছাড় পায়নি ওই কিশোর-কিশোরী। অভিযোগ ওঠে, মারধরের পাশাপাশি কিশোরীর শ্লীলতাহানি করেন ওই যুবকেরা। সেই ঘটনার ভিডিয়ো এবং ছবি সমাজমাধ্যমে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। ছাত্রীর পরিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশের বেশ কয়েকটি দল তল্লাশি শুরু করে। কিশোর-কিশোরীর ফেরার পথে কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে পুলিশ।

জামুইয়ের ঘটনা ঘিরে তোলপাড় গোটা দেশ। ঘটনার পরই তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। কিন্তু মূল অভিযুক্তের নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না। তার খোঁজে পুলিশের বেশ কয়েকটি দল তল্লাশি চালাচ্ছিল। মঙ্গলবার ভোরে অভিযুক্তের হদিস পেতেই তাকে ধরতে যায় পুলিশ। কিন্তু অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করে। তখনই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয় সে।

পুলিশ সূত্রে খবর, কিশোরী এবং তার বন্ধু জামুইয়েরই বাসিন্দা। দু'জনেই দশম শ্রেণির পড়ুয়া। জামুইয়ের এই ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তাপও বেড়েছে। বিশেষ করে এই ঘটনাকে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে বিহারের মন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতি সরগরম হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নন্দন এবং হরেরাম দু'জনেই জামুই সদর থানা এলাকার প্রতাপপুর গ্রামের বাসিন্দা। দুই অভিযুক্তই ট্র্যাক্টরে বালি সরবরাহের কাজ করতো।

'কেউ বন্দে মাতরম্ না গাইলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হতে পারে না'

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: 'বিবেকজনিত (ধর্মীয় বা অন্য কোনও ক্ষেত্রে) কারণে' কেউ যদি বন্দে মাতরম্ গানটি গাইতে অস্বীকার করেন, সরকার তাঁকে 'অপরাধী' হিসেবে দেখবে না বলেই প্রত্যাশা করে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার বন্দে মাতরম্ নিয়ে একটি মামলার শুনানিতে মৌখিক ভাবে পর্যবেক্ষণে প্রধান বিচারপতির সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, কেউ 'বন্দে মাতরম্' না গাইলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হতে পারে না।

'বন্দে মাতরম'-এর পুরো ছয়টি স্তবক গাওয়া বাধ্যতামূলক করা এবং না গাইলে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার সরকারি নির্দেশিকা ও আইনি সংশোধনীর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার কর্নাটকের প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী টিএম কৃষ্ণের দায়ের করা এক রিট পিটিশনের ভিত্তিতে এই নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনোর সমন্বয়ে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ কেন্দ্রকে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে লিখিত বক্তব্য পেশ করার নির্দেশ দেয়।

মঙ্গলবার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বেঞ্চের অন্যান্য সদস্যরা বেশ কিছু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কোনটি 'জাতীয় সঙ্গীত' বা 'জাতীয় গীত' হিসেবে বিবেচিত হবে, তা নির্ধারণ করা আদালতের এখতিয়ারভুক্ত নয়। তবে আদালত নিশ্চিত করতে চায় যে, ১৯৮৬ সালের ঐতিহাসিক 'বিজোয় ইমানুয়েল' মামলায় স্বীকৃত 'বিবেকবান আপত্তিকারী'দের অধিকার সুরক্ষিত থাকছে কি না। বেঞ্চের আশ্বাস, বিজোয় ইমানুয়েল মামলার নজিরটি পূর্ণমাত্রায় মেনে চলা হবে। অর্থাৎ, কেবল ধর্মীয় বা বিবেকজনিত কারণে কেউ গান না গাইলে তাঁকে কোনওভাবেই ফৌজদারি শাস্তির মুখে পড়তে হবে না।

অন্যদিকে, কেন্দ্র সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এই রিট পিটিশনের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা এত সংকীর্ণ হতে পারে না।' শুনানির একপর্যায়ে সলিসিটর জেনারেল মন্তব্য করেন, 'নকশালদের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী দেশের আইন প্রণয়ন হতে পারে না।' তুষার মেহতার এই 'নকশাল' মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান আবেদনকারীর আইনজীবী ড. মুরলীধর। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে নোটিসের জবাব দিতে নির্দেশ দিয়ে আপাতত বিষয়টি পর্যবেক্ষণাধীন রেখেছে। বিচারপতি বাগচী নির্দেশ শেষ করার সময় পুনর্ব্যক্ত করেন, শীর্ষ আদালত আশা করছে যে বিজোয় ইমানুয়েল মামলায় ঘোষিত দেশের প্রচলিত আইনটিই এই ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

তেলেঙ্গানার সরকারি হাসপাতালে শিশুবিভাগে আগুন, মৃত ২ সদ্যোজাত

অমরাবতী, ২২ সেপ্টেম্বর: তেলেঙ্গানার আদিলাবাদে রাজীব গান্ধি ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (রিমস)-এ সোমবার মাঝরাতে অগ্নিকাণ্ডে দুই সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাত ১২টা নাগাদ এসএনসিইউ থেকে ধোঁয়া বার হতে দেখা যায়। তার পর একটা বিস্ফোরণ হয়। আগুন ছড়িয়ে পড়ে শিশুবিভাগে।

মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি অগ্নিকাণ্ডে দুই শিশুর মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। বাকি শিশুদের যাতে ঠিক মতো চিকিৎসা হয়, তার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শিশুদের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখার কথাও বলেছেন। কী ভাবে অগ্নিকাণ্ড, তার বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে কি না এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা কতটা নিরাপদ, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

আগুন লাগার ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে যায় হাসপাতালে। শিশুবিভাগ এবং পাশের কয়েকটি বিভাগে ধোঁয়ায় ভরে যায়। হাসপাতালের নার্স এবং কর্মীরা এসএনসিইউ থেকে শিশুদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বিদ্যুৎচালিত সমস্ত চিকিৎসা সরঞ্জামের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। স্থানান্তরের সময় একটি 'প্রিম্যাচিওর' শিশু-সহ দু'টি শিশুর মৃত্যু হয়।

'হনুমান মূর্তি গুঁড়িয়ে দাও', ট্রাম্পের দেশে চরমে হিন্দুবিদ্বেষ

টেক্সাস, ২২ সেপ্টেম্বর: টেক্সাসের ৯০ ফুট উঁচু হনুমান মূর্তিকে কেন্দ্র করে ফের বিতর্ক। মূর্তিটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার ডাক দিয়েছেন 'মাগা' ইউটিউবার জেসি হিউজ। তাঁকে সমর্থন করেছে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীরা। গোটা বিষয়টিকে ঘিরে উঠেছে বিতর্কের ঝড়। গর্জে উঠেছেন আমেরিকায় বসবাসকারী হিন্দুরা।

২০২৪ সালে টেক্সাসের এই হনুমানমূর্তিটি উন্মোচন করা হয়েছিল। আমেরিকার উচ্চতম হিন্দু মূর্তিগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। সবমিলিয়ে আমেরিকার তৃতীয় উচ্চতম মূর্তি এটি। কিন্তু ট্রাম্পের জমানায় এই মূর্তিকে বারবার কটাক্ষ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' আন্দোলনের কর্মী তথা ইউটিউবার জেসি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে মূর্তিটির ছবি শেয়ার করেন। লেখেন, 'আমরা যখন জিতব, তখন এটি ভেঙে ফেলব।' পাশাপাশি, মূর্তিটিকে তিনি খ্রিস্টান বিরোধী বলেও আখ্যা দিয়েছেন। মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রবীণ সদস্য রুচির বক্সি তাঁর এই মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন। এগুলিকে 'দেশবিরোধী' এবং 'হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণ' হিসাবে অভিহিত করেন। রুচির বলেন, 'আমেরিকায় জয়ী হওয়ার অর্থ যদি হিন্দু মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দেশটির জন্য যে আমি লড়াই করেছি, তা আপনারা চান না। আপনারা কেবল এমন এক অধিকার বা লাইসেন্স চান, যার মাধ্যমে নিজেদের চেয়ে ভিন্ন মত বা পরিচয়ের মানুষদের উপর চড়াও হওয়া যায়।'

ময়দান

ভলিবল সংস্থার সচিবের ঘরে হামলার অভিযোগ, কড়া ব্যবস্থার আশ্বাস সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের ভলিবল প্রশাসনে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল সংস্থার সচিব রথীন রায়চৌধুরির ঘরে ঢুকে কয়েক জন দুষ্কৃতী তাণ্ডব চালিয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু ঘরে ঢুকে ভাঙচুর নয়, সচিবকে মারধর এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ছ'জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে বলে জানিয়েছেন রথীন।

ঘটনাটি ঘটে গত ১৬ সেপ্টেম্বর। রথীনের অভিযোগ, আচমকাই কয়েক জন তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে। তাঁকে পদ থেকে সরে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এখনই পদ ছাড়ার প্রশ্ন নেই। কারণ, তাঁর বর্তমান মেয়াদ ২০২৭ সাল পর্যন্ত রয়েছে। এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর দাবি, তিনি নিজের অবস্থান জানানোর পরেই দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব শুরু করে।

এই ঘটনার আরও একটি দিক নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। রথীনের ঘরে রাখা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর ছবি নামিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেই জায়গায় ভারতমাতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছবি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ঘটনাটি শুধু একজন ক্রীড়া প্রশাসকের উপর হামলার অভিযোগে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর সঙ্গে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিতর্কও জড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার চার দিন পর, ১৯ সেপ্টেম্বর ময়দান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রথীন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ছয় জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের পরিচয় এবং ঘটনার বিস্তারিত তথ্য নিয়ে পুলিশ কাজ করছে।

এই ঘটনার মধ্যেই সোমবার পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ। দায়িত্ব নেওয়ার পরই সংস্থার সচিবের ঘরে হামলার ঘটনা নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সজল। সংস্থার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখা এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

অন্য দিকে, নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রথীন। তাঁর দাবি, পুলিশের তরফে এক সপ্তাহের মধ্যে সংস্থার তাঁবুতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার হলে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি আটকানো সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে ভলিবল সংস্থার অন্দরমহলে প্রশাসনিক টানাপোড়েনের বিষয়টিও সামনে এসেছে। রথীনের বক্তব্য অনুযায়ী, নভেম্বর মাসে সংস্থার নির্বাচন হওয়ার কথা। পাশাপাশি ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের ক্রীড়ানীতি কার্যকর করার প্রক্রিয়াও রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে তাঁকে পদ ছাড়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ সচিবের। কিন্তু নিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তিনি দায়িত্ব ছাড়তে রাজি নন বলেই জানিয়েছেন।

ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি এখন নজর থাকবে ভলিবল সংস্থার প্রশাসনিক পরিস্থিতির দিকে। অভিযোগের সত্যতা তদন্তেই স্পষ্ট হবে। তবে সচিবের ঘরে ঢুকে হামলার অভিযোগ এবং তার পরেই নতুন সভাপতির কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দুই মিলিয়ে রাজ্যের ভলিবল প্রশাসনে এই মুহূর্তে যথেষ্ট চাপের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে? আইএসএল সম্প্রচারে কাটছে অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত মরশুমের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার অনেক বেশি পরিকল্পিত ভাবে শুরু হতে চলেছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। গতবার সম্প্রচার থেকে শুরু করে প্রতিযোগিতা আয়োজন সব ক্ষেত্রেই তৈরি হয়েছিল একের পর এক জটিলতা। ফ্র্যাঞ্চাইজি ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চকে সচল রাখতে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যর দ্বারস্থ হতে হয়েছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বদলে যায় প্রতিযোগিতার কাঠামোও। হোম-অ্যাওয়ে পদ্ধতির বদলে সিঙ্গল লেগে শেষ করতে হয়েছিল লিগ।

এবার অবশ্য সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তার জন্য শুরু থেকেই তৎপর ফেডারেশন। নতুন মরশুম থেকেই ফেডারেশন এবং ক্লাবগুলির যৌথ ব্যবস্থাপনায় আইএসএল পরিচালনার নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। লিগকে আরও পেশাদার ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নতুন প্রধান নির্বাহী আধিকারিকও নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার সম্প্রচার ব্যবস্থা নিয়েও এবার দর্শকদের জন্য স্বস্তির খবর রয়েছে।

আইএসএলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১০ অক্টোবর শুরু হবে নতুন মরশুম। প্রতিযোগিতা চলবে আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত। মোট ১৩টি দল এবারের লিগে অংশ নেবে। গত কয়েক মরশুমের পরিচিত কাঠামোতেই ফিরছে হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাট। অর্থাৎ, প্রতিটি দল নিজেদের মাঠে এবং প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচ খেলবে। লিগ পর্ব শেষে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা দলকে দেওয়া হবে লিগ শিল্ড।

এর পর শুরু হবে আইএসএল কাপের লড়াই। লিগ পর্বের সেরা ছয়টি দল জায়গা করে নেবে প্লে-অফে। সেখান থেকেই নির্ধারিত হবে মরশুমের কাপ চ্যাম্পিয়ন। সব মিলিয়ে এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ১৬৩টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

শুরুতে অবশ্য ১৪টি দলকে নিয়ে লিগ আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল। সেই তালিকায় ছিল কলকাতার ডায়মন্ড হারবার এফসিও। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জমা দিতে না পারায় শেষ মুহূর্তে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যায় তারা। ফলে ১৩টি দল নিয়েই আইএসএল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ডায়মন্ড হারবারের জন্য অবনমনের নিয়মেও কোনও বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে এআইএফএফ। অর্থাৎ, প্রতিযোগিতায় অংশ না নিলেও নিয়ম অনুযায়ী তাদের অবনমিত দল হিসেবেই বিবেচনা করা হবে। পরের মরশুমে তাদের খেলতে হবে দ্বিতীয় ডিভিশনের লিগে। ফলে নতুন মরশুম শুরুর আগেই কলকাতার এই দলের ভবিষ্যৎ কার্যত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে।

তবে এবারের আইএসএল ঘিরে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ তৈরি হয়েছে সম্প্রচার ব্যবস্থা নিয়ে। গত মরশুমে দর্শকদের ম্যাচ দেখার ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, এবার তা অনেকটাই কাটতে চলেছে বলে খবর। টেলিভিশনের পর্দায় আইএসএলের ম্যাচ দেখা যাবে। পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও থাকছে ম্যাচ দেখার সুযোগ।

জানা গিয়েছে, আইএসএলের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলেও ম্যাচ সম্প্রচার করা হবে। এর পাশাপাশি জি স্পোর্টসের মাধ্যমেও দেখা যাবে লিগের ম্যাচ। ফলে টেলিভিশন এবং ডিজিটাল দুই মাধ্যমেই দর্শকদের কাছে আইএসএল পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গতবারের সমস্যার পর এবার তাই একাধিক জায়গায় বদল আনছে ফেডারেশন। নতুন পরিচালন মডেল, নতুন প্রশাসনিক নেতৃত্ব, পুরনো হোম-অ্যাওয়ে কাঠামোয় প্রত্যাবর্তন এবং একাধিক সম্প্রচার মাধ্যমে ম্যাচ দেখানোর ব্যবস্থা।

পুরুষ হকি দলের ১৬-১ জয়, মহিলা দল কোয়ার্টারে, এশিয়ান গেমসে দাপট ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান গেমসে হকিতে দাপট অব্যাহত রাখল ভারতের পুরুষ দল। পুল এ-র দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ১৬-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে টানা দ্বিতীয় বড় জয় পেলেন হরমনপ্রীত সিংরা। এর আগে উদ্বোধনী ম্যাচে ইন্দোনেশিয়াকে ১৩-১ হারিয়েছিল ভারত। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একতরফা ম্যাচে ভারতীয় দলের হয়ে জোড়া হ্যাটট্রিক-সহ গোলের বন্যা বইয়ে দেন একাধিক খেলোয়াড়।

ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৪টি গোল করেন জুগরাজ সিং। অভিষেক নাইন ও দিলপ্রীত সিং করেন ৩টি করে গোল। অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংয়ের নামের পাশে ২টি গোল। এছাড়াও ১টি করে গোল করেন মনদীপ সিং, সুখজিৎ সিং, মনপ্রীত সিং এবং বিবেক সাগর প্রসাদ। প্রথম কোয়ার্টারেই ৩-০ এগিয়ে যায় ভারত। মনদীপের গোলে শুরু হয় গোলের উৎসব। এরপর জুগরাজের শক্তিশালী পেনাল্টি কর্নারের শটে ব্যবধান বাড়ে। অভিষেকের গোলে প্রথম ১৫ মিনিটেই ভারত ৩-০ এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও ৫টি গোল করে ভারত। হরমনপ্রীত, অভিষেক, জুগরাজ, সুখজিৎ ও দিলপ্রীতের গোলে বিরতিতে ৮-০ এগিয়ে ছিল ভারত। তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই মনপ্রীতের গোলে ব্যবধান হয় ৯-০। এরপর বিবেক সাগর, দিলপ্রীত, জুগরাজ এবং হরমনপ্রীতের গোলে ১৩-০ করে ভারত। শেষ কোয়ার্টারেও থামেনি গোলের ধারা। অভিষেক হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন, জুগরাজ পেনাল্টি স্ট্রোকে নিজের চতুর্থ গোল করেন এবং দিলপ্রীতও হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন।

ম্যাচের শেষ দিকে অবশ্য শ্রীলঙ্কা একটি গোল শোধ করে। সুরেশের সেই গোলটি এশিয়ান গেমসে পুরুষদের হকিতে ভারতের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার প্রথম গোল।

দৌড়ের ছন্দে শ্বেতা লাখওয়ানি। টাটা আয়োজিত ২৫কে কলকাতা ম্যারাথনের আগে ফিটনেস ও ধারাবাহিক প্রস্তুতিতে জোর তাঁর।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Notice Inviting e-Tender

NIT No: NBM/PWD/NIT-9 (1-6)/2026; vide Tender Id: 2026_MAD_5074015_1 to 2026_MAD_5074015_6. Last date of submission of e-tender: **29/09/2026 at 11.00 Hrs.** E-Tenders are being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality. For details, please the visit website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

Notice Inviting e-Tender

NIT No: NBM/PWD/NIT-8 (1-7)/2026; vide Tender Id: 2026_MAD_5074033_1 to 2026_MAD_5074033_7. Last date of submission of e-tender: **29/09/2026 at 11.00 Hrs.** E-Tenders are being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality. For details, please the visit website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

For Sale/ eAuction: Wet Damaged Stock of Raw Material of Preform and packaging material (as per list provided) lying at Diamond Beverages Pvt Ltd, Taratala Plant. P39, P41, P43, P63/1, Taratala Road, Kolkata,West Bengal-700088. Contact Person for Physical Inspection - Krishnendu Mondal-9163358833. Last Date For Inspection & EMD Deposit - 28.09.2026 & Date Of E-auction-29.09.2026 (3PM), Auctioneer: Meenakshi Gupta- 9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On 'As Is Where Is', 'Whatever ThereIs' And' No Complaint' Basis).
For More details Www.Salvagemanagers.Com/ Support@Salvagemanagers.Com.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখঃ ১৭.০৯.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নংঃ টিএন-১৭৬-২৬-২৭। কাজের নামঃ** কলকাতা-তেঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার [ওয়ার্কস]/চিৎপুরের অধীনে কলকাতায় লেডিজ রুম নির্মাণ এবং কলকাতায় অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ বর্তমান রানিং রুম নবীকরণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৫১,৩৪,৮৩০.৭২ টাকা। **ইএমডিঃ** ৩,০২,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৪ (চার) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৩.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৩.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস্ অফ্ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।
SDAH-232/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION
A1. Periodical Comprehensive Maintenance for 2 years of Room Air Conditioning Machine of WBSAMB Office at 729, Anandapur, Kolkata 700 107 vide Notice Inviting e-Quotation No. WBSAMB/CEO/11/R1/47/2026-27 Dated 17-08-2026 bearing Tender Id : -2026_WBSMB_1042439_1. The last date for submission of Quotation is on 05-10-2026 up to 12:00 Noon. The detail information regarding e-NIQ will be available on the https://wbtenders.gov.in Sd/- Chief Executive Officer, West Bengal State Agricultural Marketing Board.
ICA- T18063(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WBSRLM. Dept of P&RD Govt. of W.B.
E-Tender Notice
Tender ID: 2026_PRD_5074129_1. Work Name- Engagement of an Agency for Strategic Design Development for 22nd SARAS Mela, Last date of Bid Submission- 05.10.2026. Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in
ICA- T18071(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
1st CORRIGENDUM
DATE CORRIGENDUM NOTICE
Tender ID : 2026_WBPWD_5022697_1
Bid Submission Closing Date (Online) will be on 29/09/2026 upto 1:00 P.M. Bid Opening date for Technical Proposal on 01/10/2026 after 1:00 P.M. Other details may be seen from website: https://tenders.wb.gov.in & https://wbpwd.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, North Kolkata Health Sub-Division-III.
ICA- T18078(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D. South Kolkata Health Sub Division-II invites Tender vide eNIT No-WBPWD/SKHSD-II/AE/eNIT-08 OF 2026-2027 for 1(One) number civil work Vide Tender ID - 2026_WBPWD_5073971_1, which may be seen at the office of the undersigned and Departmental website i.e www.pwdwb.in and download from tenders.wb.gov.in Last Date of submission Tender paper is 03.10.2026. Sd/- Assistant Engineer, South Kolkata Health Sub Division-II, P.W.D.
ICA- T18091(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING TENDER
eNIQ No. 07 (2nd. Call)/WBPWD/AE/ AHESD of 2026-27 of AE, AHESD, PWD.
Name of work: Comprehensive Annual Maintenance & Servicing of Window, Split & Ceiling Suspended Type Room Air-Conditioner under Assembly House Electrical Section PWD For 12 Months - PHASE - I. Invites e-tender vide Tender ID: 2026_WBPWD_5073862_1 from resourceful contractors adequate experience in executing similar nature of work. The last date of online bid submission is 03/10/26 till 04:00 PM. For further details please login http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, AHESD/PWD(E), GOVT. of WB.
ICA- T18094(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Senior Superintending Engineer, Southern Highway Circle, P.W. (Roads) Directorate, Block-I, 2nd floor, WRITERS' BUILDINGS, Kolkata-700001, e-NIT No. 05 of 2026-27 of Sr. SE/SHC, PWRD, invites online e-Tender for the work of **1.** SURJOPUR DHAMUA ROAD FROM 0.00KM TO 6.80KM, STRENGTHENING WORK UNDER SOUTH 24 PARGANAS HIGHWAY DIVISION IN THE DISTRICT OF SOUTH 24 PARGANAS. Estimated cost Rs. 22,28,53,893.00, Tender ID : 2026_WBPWD_5073927_1. Bid submission start date (online) 24.09.2026 from 3.00 p.m. Bid submission end date (online) 27.10.2026 upto 2:00 p.m. Corrigendum if any will be published in the website. Details of NIT and tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in & Office Notice Board. Sd/- Sr. SE/SHC, P.W.(Roads) Dte.
ICA- T18096(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আসছে মা...

চলছে প্রস্তুতি
নিউ মার্কেট ৫৪ পল্লি

ছবি: অদিতি সাহা

চলছে প্রস্তুতি
কুমোরটুলি পট্টয়াপাড়া

শরীরে 'নিশান', বাতাসে নাদ
চালতাবাগানের ৮৪তম বর্ষে বিশ্বজুড়ে ফুটবে 'শারদ-কানেক্ট'

শুভাশিস বিশ্বাস

অক্ষর যখন আকার পায়, তা কেবল অলঙ্করণ থাকে না, হয়ে ওঠে আত্মপরিচয় ও প্রতিবাদের চিরন্তন চিহ্ন। সেই ভাবনাই এবার থিম হয়ে ফুটে উঠছে উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপুজোয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৬-এ ৮৪তম বর্ষে পা দিল মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপুজো। এই পুজোর ঢাকে কাঠি পড়েছে অন্যান্য পুজোর মতোই খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি ঘোষণা হয়েছে থিমেরও এক বর্ণাঢ্য সাংবাদিক সম্মেলন করে। আর এই সাংবাদিক সম্মেলনেই মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপুজোর তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, ২০২৬ সালের পুজোর থিম- 'নিশান- দ্য মার্ক'। তবে শুধুই মণ্ডপসজ্জা বা প্রতিমার বিন্যাস নয়, চালতাবাগান এবার একই সুতোয় বাঁধতে চলেছে প্রান্তিক মানুষের বিশ্বাস, ধ্রুপদী সুর এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি পুজোপ্রেমী বাঙালিকে।

শরীরের ক্যানভাস থেকে মণ্ডপের আঙিনা যেন ফুটে উঠছে এবারের এই চালতাবাগান লোহাপট্টির এই পুজোয়। 'মন্দিরের আগে ছিল শরীর', এই দর্শনেই নির্মিত হচ্ছে চালতাবাগানের এবারের পুজো। ছত্তিশগড়ের প্রবীণ 'রামনামী' সমাজের আত্মত্যাগের গল্পই মণ্ডপের মূল অনুপ্রেরণা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাতপাতের বেড়াজালে মন্দিরে প্রবেশাধিকার হারিয়ে যে ভক্তি-সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের সারা শরীরে 'রামনাম' ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তাঁদের সেই নীরব ও অহিংস আন্দোলনের কাহিনি তুলে ধরা হচ্ছে এই থিমে।

এই থিমের একটা অংশ হিসেবে এই সাংবাদিক সম্মেলনের অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছিলেন এই রামনামী সমাজের বর্ষীয়ান প্রতিনিধিরা। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে মঞ্চে ধরা পড়ে সম্প্রীতির এক অভূতপূর্ব ছবি। পুজো সংগঠকদের তরফ থেকে রামনামী সদস্যরা পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভাটের গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয় তাঁদের ঐতিহাসিক রাম-সংকীর্তনের 'রাম ওঢ়নি'। পাল্টা সৌজন্যে চালতাবাগানের উদ্যোক্তারাও অতিথি ও শিল্পীদের বরণ করে নেন বিশেষ ভাবে তৈরি দুর্গানাম অঙ্কিত উত্তরীয় দিয়ে।

এই প্রসঙ্গে থিমের মূল পরিকল্পক শিল্পী অদিতি চক্রবর্তী জানান, এই থিম প্রান্তিক ভারতের বেঁচে থাকার লড়াই আর বিশ্বাসের প্রতীক। বাইগা নারীদের গায়ে আঁকা অলঙ্কার বা উল্কি (গোদনা), লাতেহারের 'জহর উলকি' থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের রক্ষাকবচ নকশা- সবটাই এক ক্যানভাসে ফুটে উঠবে। পাশাপাশি শিল্পীর সংযোজন, 'বাংলার শতাব্দী প্রাচীন নবপত্রিকার ৯টি উদ্ভিদের জ্যামিতিক নকশার সঙ্গে ভারতের প্রাচীন এই রক্ষাকবচ ও উর্বরতার চিহ্নগুলির এক বিস্ময়কর মিল রয়েছে। সেই রূপান্তরকেই আমরা বলছি 'অক্ষর থেকে আকার'।'

আর দৃশ্যের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে শ্রুতির। থিমের ভাবনাকে কেন্দ্র করে বিশেষ সুর রচনা করেছেন গ্র্যামি জয়ী ও পদ্মভূষণপ্রাপ্ত মোহন-বীণা বাদক পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভাট। ট্র্যাকটির রেকর্ডিং ও মমিক্সিং করেছেন সৌরভ ভাট, এবং মোহন বীণায় সঙ্গত দিয়েছেন অথর্ব ভাট। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভাট জানান, 'রামনামীরা নাম আঁকেন ত্বকে, আর আমরা তা লিখি বাতাসে, নাদের মাধ্যমে। রাগও তো এক অদৃশ্য নিশান, যা গুরু থেকে শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থেকে যায়।'

চালতাবাগানের চেয়ারম্যান সন্দীপ ভুতোরিয়া জানান, 'ত্বকে কালি, বাতাসে ধ্বনি আর চালতাবাগানের মাটিতে দেবীপ্রতিমা- এ সব কিছু মিলেই আমাদের 'নিশান'। আমরা প্রশ্ন তুলেছি, একটি চিহ্ন যদি শতাব্দী ধরে যাত্রা করতে পারে, তবে আমাদের দুর্গাপুজো কেন বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে না?'

আর চালতাবাগানের এই পুজোর মধ্যে দিয়েই তৈরি হল সীমানা ছাড়িয়ে 'দুর্গা পুজো কানেক্ট'। ২০২১ সালে ইউনেস্কো দুর্গাপুজোকে 'মানবতার বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' বা 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই আন্তর্জাতিক মাত্রাকে আরও এগিয়ে নিতে চালতাবাগান শুভসূচনা করল 'দুর্গা পুজো কানেক্ট' অ্যাপের। মোবাইল কেন্দ্রিক এই ডিজিটাল মঞ্চে থাকবে তিনটি মূল ধারা- 'ডিসকভার', 'পার্টিসিপেট' এবং 'শোকেস'। এই প্রসঙ্গে উদ্বোধনী কমিটির সভাপতি শিশির বাজোরিয়া জানান, 'উৎসবে বাঙালি এখন আর কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় আটকে নেই। নিউ জার্সির চিকিৎসক, বার্লিনের ছাত্র কিংবা উত্তর কলকাতার গৃহবধূ- এই অ্যাপের মাধ্যমে পুজোর দিনগুলিতে সবাই একই ছাদের তলায় দাঁড়াতে পারবেন।' এর পাশাপাশি কমিটির সভাপতি অশোক জয়সওয়াল, সহ-চেয়ারম্যান রাজেশ বিহারী ও সম্পাদক রাজেশ জয়সওয়াল জানিয়েছেন, আগামী ১০ অক্টোবর মহালয়ার দিন থেকেই মানিকতলার মণ্ডপ দর্শনার্থীদের জন্য প্রস্তুত থাকবে। উত্তর কলকাতার অলিগলি পেরিয়ে চালতাবাগানের এই বার্তা এবার আছড়ে পড়তে চলেছে বিশ্বের দরবারে।

জনান্তিকে বলে রাখি, এই পুজো মণ্ডপে আসতে হলে দু'দিক থেকে এখানে আসা সম্ভব। যার একটি হল মানিকতলা মোড় আর অপরটি হল সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে বিবেকানন্দ রোড হয়ে। মানিকলা মোড় থেকে সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের দিতকে এগোলেই বাঁ-হাতে পড়বে মেগা বাজেটের এই পুজো মণ্ডপ। আর ঠিক উল্টো দিকে সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে মানিকতলা মোড়ের দিকে এগোলে আমহার্স্ট স্ট্রিটে ঢোকার মুখে ডান হাতে নজরে আসবে উত্তর কলকাতার বিখ্যাত এই পুজো। আর এই পুজো না দেখলে কলকাতার দুর্গাপুজোর স্বাদ যে পুরোটা পাবেন না তা হলফ করে বলা যায়।

ইতিহাসের উঠোনে আজও সাবেকিয়ানার আলো
শোভাবাজার রাজবাড়ি

বেবি চক্রবর্তী

কলকাতার দুর্গাপুজো মানেই শুধু আলোর রোশনাই, থিমের প্যান্ডেল কিংবা নতুন প্রতিমা দেখার উৎসব নয়। এই শহরের পুজোর আর একটি মুখ আছে;যে মুখে সময়ের ছাপ স্পষ্ট, যার অলিন্দে জমে আছে কয়েক শতকের স্মৃতি, আর যার প্রতিটি আচার যেন অতীত থেকে বর্তমানের দিকে এগিয়ে আসা এক জীবন্ত সেতু। উত্তর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজো সেই ঐতিহ্যের অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ।

২০২৬ সালে শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজো আরও একটি বিশেষ কারণে আলোচনার কেন্দ্রে। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের হাত ধরে ১৭৫৭ সালে যে পুজোর সূচনা, তা আজও পারিবারিক রীতিনীতি, সাবেকি প্রতিমা এবং ঐতিহাসিক ঠাকুরদালানের আবহে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন পুজো-তথ্যভিত্তিক সূত্রের হিসাবে ২০২৬ সালে এই পুজো ২৭০তম বছরে পা দিয়েছে। অন্যদিকে রাজকৃষ্ণ দেবের বংশধরদের শোভাবাজারের ছোট রাজবাড়ির পুজোকে ঘিরে ২০২৬ সালে ২৩৭ বছরের ধারাবাহিকতার কথাও উঠে এসেছে। অর্থাৎ শোভাবাজারের দুই রাজবাড়ির ইতিহাস বুঝতে গেলে শুধু একটি পুজোর কথা বললেই পুরো ছবিটি ধরা যায় না। দুই বাড়ির পুজো একই ঐতিহাসিক পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হলেও তাদের নিজস্ব রীতি ও ধারাবাহিকতা রয়েছে।

পলাশির যুদ্ধের পর যে পুজোর সূচনা

শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর ইতিহাস বাংলার ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত। ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধের পর রাজা নবকৃষ্ণ দেবের উদ্যোগে এই পুজোর সূচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতরও রাজবাড়ির পুজোর সূচনাকে ১৭৫৭ সালের সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং এটিকে কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ দুর্গাপুজো হিসেবে উল্লেখ করেছে।

ইতিহাসের এই অধ্যায় অবশ্য নিছক উৎসবের ইতিহাস নয়। পলাশির যুদ্ধের রাজনৈতিক অভিঘাত, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তার এবং কলকাতার অভিজাত সমাজের উত্থানের সঙ্গে শোভাবাজার রাজবাড়ির কাহিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেই সময় রাজবাড়ির দুর্গাপুজো ছিল সামাজিক প্রতিপত্তি প্রদর্শনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

ঐতিহাসিক বিবরণে জানা যায়, রাজবাড়ির পুজোয় ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। লর্ড ক্লাইভ ও পরবর্তী সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতির কথাও বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করা হয়। ফলে পুজোটি খুব দ্রুত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ছাপিয়ে তৎকালীন কলকাতার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের একটি বড় মঞ্চে পরিণত হয়েছিল।

সেই সময়ের রাজকীয় আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত ছিল গান-বাজনা, নাচ এবং নানা ধরনের সাংস্কৃতিক আসর। পরবর্তীকালে সেইসব রীতি বদলেছে, অনেক কিছুই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পুজোর মূল কাঠামো এবং পারিবারিক আচার এখনও টিকে আছে।

এক রাজপরিবার, দুই রাজবাড়ি, দুই পুজো

শোভাবাজার রাজবাড়ির কথা উঠলে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি;এখানে আসলে দুটি পৃথক পারিবারিক পুজোর ইতিহাস রয়েছে। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের দত্তকপুত্র গোপীমোহন দেবের বংশধরদের বাড়ি পরিচিত হয় বড় রাজবাড়ি হিসেবে। অন্যদিকে নবকৃষ্ণ দেবের ঔরসজাত পুত্র রাজকৃষ্ণ দেবের বংশধরদের বাড়ি পরিচিত ছোট রাজবাড়ি নামে। পরবর্তী সময়ে সম্পত্তি ও পারিবারিক উত্তরাধিকারের বিভাজনের সঙ্গে দুই বাড়ির পুজোও পৃথক ধারায় এগিয়ে যায়। এই দুই পুজোর রীতিতেও কিছু পার্থক্য রয়েছে। ২০২৬ সালের একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, রাজকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে উল্টোরথের দিনে কাঠামো পুজো করার রীতি রয়েছে। সেই দিন থেকেই পুজোর প্রস্তুতি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতিমা তৈরির কাজও দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক রীতির সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের হাতে হয়ে আসছে। এই রীতিই শোভাবাজারের পুজোকে অন্য অনেক পুজোর থেকে আলাদা করে। এখানে দুর্গাপুজো যেন মহালয়ার কয়েক দিন আগে শুরু হওয়া কোনও অনুষ্ঠান নয়; বরং তার প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই পরিবারের জীবনের অংশ হয়ে ওঠে।

উল্টোরথ থেকেই শুরু প্রস্তুতি

২০২৬ সালের পুজোর প্রস্তুতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল উল্টোরথের দিনের কাঠামো পুজো। প্রকাশিত প্রতিবেদনে পরিবারের সদস্য শুভদীপকৃষ্ণ দেব জানিয়েছেন, উল্টোরথের দিন থেকেই পুজো নিয়ে আলোচনা ও প্রস্তুতির সূত্রপাত হয়। প্রতিমার কাঠামো পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি পুরনো পারিবারিক প্রথা।আরও একটি বিশেষ বিষয় হল প্রতিমা নির্মাণের ধারাবাহিকতা। একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, একই পরিবারের শিল্পীরা বংশপরম্পরায় রাজবাড়ির প্রতিমা তৈরি করে আসছেন। প্রথম মাটি দেওয়ার পর প্রতিমার কাজ রাজবাড়ির দালানেই এগিয়ে চলে। অর্থাৎ প্রতিমা এখানে নিছক শিল্পীর কর্মশালায় তৈরি হয়ে পুজোর সময় এসে পৌঁছয় না; প্রতিমা নির্মাণও রাজবাড়ির পুজো-সংস্কৃতির অংশ। এই কারণেই শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিমার দিকে তাকালে 'নতুনত্ব' খোঁজার বদলে দর্শক খুঁজে পান ধারাবাহিকতা। প্রতিবারের প্রতিমায় যেন আগের বছরের স্মৃতি থেকে যায়।

থিম নেই, আছে সাবেকি সৌন্দর্য

আজকের কলকাতায় দুর্গাপুজোর অন্যতম আকর্ষণ থিম। কোনও প্যান্ডেল হয়ে ওঠে মিশরীয় স্থাপত্য, কোনওটি গ্রামবাংলার স্মৃতি, কোনওটি সমকালীন শিল্পের ক্যানভাস। কিন্তু শোভাবাজার রাজবাড়ি সেই প্রতিযোগিতার বাইরে। এখানে মূল আকর্ষণই হল সাবেকিয়ানা। বছরের পর বছর একই ধরনের ঐতিহ্যবাহী প্রতিমা, ঠাকুরদালান, পারিবারিক আচার এবং পুরনো স্থাপত্যের মধ্যে পুজো;এই ধারাটিই শোভাবাজারের নিজস্ব পরিচয়। অতীতের বিভিন্ন প্রতিবেদনে এই পুজোর বিশেষত্ব হিসেবে থিমের অনুপস্থিতি এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিমার কথা বারবার উঠে এসেছে। রাজবাড়ির ঠাকুরদালানে ঢুকলে তাই দর্শকের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। বিশাল কোনও কৃত্রিম সেট নয়, বরং পুরনো বাড়ির দেওয়াল, খিলান, স্তম্ভ, উঠোন এবং দীর্ঘদিনের পুজোর গন্ধ মিলিয়ে তৈরি হয় পরিবেশ। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতরের বিবরণেও রাজবাড়ির কেন্দ্রীয় খোলা প্রাঙ্গণ বা নাটমন্দপের স্থাপত্যের উল্লেখ রয়েছে। এই স্থাপত্যই পুজোর পরিবেশকে একটি আলাদা ঐতিহাসিক মাত্রা দেয়।

মহালয়ার তর্পণেও আলাদা ঐতিহ্য

শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর বিশেষত্ব শুধু মূল পুজোর কয়েকটি দিনে সীমাবদ্ধ নয়। মহালয়ার সঙ্গে যুক্ত পারিবারিক তর্পণের রীতিও এখানে আলাদা।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রাজবাড়ির সদস্যরা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে তর্পণ করার পরিবর্তে ঠাকুরদালানেই গঙ্গাজল এনে সেই জল দিয়ে তর্পণের ব্যবস্থা করেন। মহালয়ার ভোরে এই পারিবারিক আচার পালিত হয়।

এই রীতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে;দুর্গাপুজো এখানে পরিবারের কাছে কেবল পাঁচ দিনের উৎসব নয়। দেবীপক্ষ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির অভ্যন্তরে পুজোর আবহ তৈরি হয়।

খাবারেও পারিবারিক ঐতিহ্য

২০২৬ সালে শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো নিয়ে আলোচনার একটি বিষয় হয়ে উঠেছে পুজোর খাদ্যসংস্কৃতি। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য অনুযায়ী, দেবীর ভোগের বেশ কিছু পদ নিরামিষ হলেও পরিবারের নিজস্ব খাদ্যরীতিতে আমিষ খাবারেরও ঐতিহ্য রয়েছে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল;বাঙালির দুর্গাপুজোর খাদ্যসংস্কৃতি একরকম নয়। বিভিন্ন বনেদি বাড়ির নিজস্ব নিয়ম, দেবতার আরাধনার পদ্ধতি এবং পারিবারিক খাদ্যাভ্যাস রয়েছে। শোভাবাজারের ক্ষেত্রেও সেই নিজস্ব ধারাই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এসেছে।

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে নবমীর সঙ্গে জোড়া মাগুর মাছ নিবেদনের পারিবারিক রীতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই রীতিগুলিকে শুধু 'ভোগের মেনু' হিসেবে দেখলে বিষয়টির সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ধরা পড়ে না। এগুলি আসলে একটি পরিবারের দীর্ঘ সামাজিক ইতিহাসের অংশ।

বলির রীতি থেকে পরিবর্তনের ইতিহাস

শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর ইতিহাসে বলির রীতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অতীতে দুই বাড়িতেই পশুবলির প্রথা ছিল বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সেই রীতিতে পরিবর্তন এসেছে এবং ছোট বাড়িতেও পাঁঠাবলি বন্ধ হয়েছে।

এই পরিবর্তনটি দেখায় যে ঐতিহ্য মানেই সবকিছু অপরিবর্তিত থাকা নয়। একটি পারিবারিক পুজো শত শত বছর টিকে থাকতে গিয়ে কিছু রীতি ধরে রাখে, আবার কিছু রীতিকে সময়ের সঙ্গে বদলাতেও হয়।

শোভাবাজারের ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনের মধ্যেও পুজোর মূল পরিচয় অটুট থেকেছে;প্রতিমা, ঠাকুরদালান, পারিবারিক আচার এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলা ধর্মীয় অনুশাসন।

নীলকণ্ঠ পাখির স্মৃতি

দশমীর সঙ্গে শোভাবাজার রাজবাড়ির আর একটি পুরনো স্মৃতি জড়িয়ে আছে;নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর রীতি।অতীতে বিসর্জনের আগে নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দেওয়ার চল ছিল। সময়ের সঙ্গে প্রকৃত পাখি ওড়ানোর রীতি বন্ধ হয়েছে। এখন মাটির নীলকণ্ঠ পাখির মাধ্যমে সেই ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করা হয়। এই ছোট্ট রীতিটি আসলে শোভাবাজারের পুজোর দর্শনকে বোঝায়। পুরনো কোনও প্রথা পুরোপুরি হারিয়ে না গিয়ে নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে অন্য রূপে ফিরে আসে।

২০২৬ বাড়তি এক দিনের পুজো

২০২৬ সালের দুর্গাপুজো পঞ্জিকা অনুযায়ীও একটু আলাদা। এ বছর সপ্তমী তিথি দু'দিন পড়ায় দুর্গাপুজোর প্রচলিত পাঁচ দিনের উৎসবের পরিবর্তে কার্যত ছয় দিনের আবহ তৈরি হচ্ছে। মহাষষ্ঠী ১৬ অক্টোবর, সপ্তমী ১৭ ও ১৮ অক্টোবর, মহাষ্টমী ১৯ অক্টোবর, মহানবমী ২০ অক্টোবর এবং বিজয়া দশমী ২১ অক্টোবর।

ফলে শোভাবাজার রাজবাড়ির মতো ঐতিহ্যবাহী পুজোর ক্ষেত্রেও ২০২৬ সালের উৎসবের ক্যালেন্ডারে রয়েছে একটি বাড়তি দিন। তবে রাজবাড়ির দর্শনার্থীদের প্রবেশ, নির্দিষ্ট সময়সূচি বা কোনও বিশেষ ২০২৬ আয়োজন সম্পর্কে প্রকাশ্য সূত্রে এখনও পূর্ণাঙ্গ, নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। একটি ২০২৬ পুজো-ডিরেক্টরিও জানিয়েছে যে এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়।

তাই দর্শনার্থীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হবে পুজোর দিন রাজবাড়ির নিজস্ব নির্দেশিকা এবং স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থা অনুসরণ করা।

কেন আজও এত মানুষ আসেন?

শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো দেখতে মানুষের ভিড়ের কারণ শুধু তার বয়স নয়। বরং এখানে একইসঙ্গে দেখা যায় তিনটি কলকাতা।

একটি ঔপনিবেশিক কলকাতা;যেখানে নবাবি বাংলার পতনের পর নতুন ক্ষমতার কাঠামো তৈরি হচ্ছে।

দ্বিতীয়টি বাবু কলকাতা;যেখানে দুর্গাপুজো হয়ে উঠেছিল সামাজিক মর্যাদা, শিল্পরুচি এবং আতিথেয়তার প্রদর্শনের অন্যতম ক্ষেত্র।

আর তৃতীয়টি আজকের কলকাতা;যেখানে কোটি মানুষের শহরের মধ্যেও কয়েকশো বছরের পুরনো একটি পরিবার তার নিজস্ব পুজোকে ধরে রেখেছে।

এই তিন সময়ের সংযোগই শোভাবাজার রাজবাড়িকে বিশেষ করে তোলে।

রাজবাড়ির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিত্বদের স্মৃতিও জড়িয়ে আছে। ১৮৯৭ সালে শিকাগো থেকে ফেরার পর স্বামী বিবেকানন্দকে শোভাবাজার রাজবাড়িতে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়ার কথাও ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখিত।

অর্থাৎ দুর্গাপুজো ছাড়াও রাজবাড়িটি উনিশ শতকের কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

২০২৬-এর দর্শনার্থীর চোখে শোভাবাজার

আজকের দর্শকের কাছে শোভাবাজার রাজবাড়িতে পুজো দেখা মানে শুধু দেবীর দর্শন নয়। এটি এক অর্থে কলকাতার ইতিহাসের ভিতর দিয়ে হাঁটা।

রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের পুরনো বাড়িগুলির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসে যখন ঠাকুরদালানে পৌঁছনো যায়, তখন শহরের আধুনিকতার সঙ্গে কয়েকশো বছরের পুরনো স্থাপত্যের একটি অদ্ভুত সহাবস্থান চোখে পড়ে।

এখানে কোনও বিশাল থিমের গল্প দর্শককে নির্দেশ করে না কোথায় কী দেখতে হবে। বরং বাড়ির নিজস্ব স্থাপত্য, প্রতিমার সাবেকি রূপ, পুজোর মন্ত্র, ঢাকের শব্দ এবং মানুষের ভিড়;সব মিলিয়ে তৈরি হয় অভিজ্ঞতা।

এই কারণেই শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজোকে কেবল 'পুরনো বনেদি বাড়ির পুজো' বললে তার গুরুত্ব কিছুটা কমিয়ে দেখা হয়। এটি কলকাতার নগর-ইতিহাসের একটি জীবন্ত দলিল।

ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রশ্নও জরুরি

তবে ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে তার সংরক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ। রাজবাড়ির স্থাপত্যের বিভিন্ন অংশ সময়ের ক্ষয়ে দুর্বল হয়েছে;এই বাস্তবতাও বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

ফলে পুজো যতই জনপ্রিয় হোক, ঐতিহাসিক বাড়ির কাঠামো, দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং স্থাপত্য সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য রাখা জরুরি।

কারণ শোভাবাজার রাজবাড়ির মূল্য কেবল তার পুজোয় নয়। পুজো শেষ হয়ে গেলেও এই বাড়ি কলকাতার ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকে। ২০২৬ সালের শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজো তাই নতুন কোনও চমক দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নামছে না। তার সবচেয়ে বড় 'আকর্ষণ' আসলে কোনও নতুনত্ব নয়;বরং সময়ের কাছে হার না মানা ধারাবাহিকতা।

১৭৫৭ সালে যে পুজো কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠেছিল, ২০২৬ সালে এসে সেই পুজো এখনও তার ঠাকুরদালানে আলো জ্বালায়। পলাশির যুদ্ধের পরের কলকাতা থেকে আজকের মহানগর;শহর বদলেছে, সমাজ বদলেছে, পুজোর ধরন বদলেছে, কিন্তু শোভাবাজারের সাবেকি দেবীপক্ষ এখনও তার নিজস্ব ছন্দে এগিয়ে চলে।

এখানে প্রতিমা শুধু মাটির তৈরি দেবীমূর্তি নয়;তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরিবারের উত্তরাধিকার। কাঠামো পুজো শুধু একটি আচার নয়;তার মধ্যে রয়েছে প্রজন্মের স্মৃতি। মহালয়ার তর্পণ শুধু ধর্মীয় কর্তব্য নয়;তা পরিবারের নিজস্ব পরিচয়ের অংশ। আর ঠাকুরদালান কেবল পুজোর জায়গা নয়;এটি কলকাতার বহু শতকের সামাজিক ইতিহাসের এক জীবন্ত মঞ্চ।

এই কারণেই থিমের আলোয় ঝলমলে আধুনিক কলকাতার মাঝেও শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো আলাদা করে চোখে পড়ে। সেখানে নতুন কিছু দেখার চেয়ে পুরনোকে নতুন করে অনুভব করার সুযোগ বেশি।

২০২৬-এর দুর্গাপুজোয় সেই পুরনো বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়ালে তাই মনে হতে পারে;কলকাতার উৎসবের ইতিহাস আসলে কোথাও হারিয়ে যায়নি। তা এখনও ঢাকের শব্দে, ধূপের গন্ধে, ঠাকুরদালানের খিলানে এবং কয়েকশো বছরের পুরনো পারিবারিক রীতির মধ্যে নিঃশব্দে বেঁচে আছে।আর সেই জীবন্ত ইতিহাসের নাম;শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজো।